বার্ষিক প্রতিবেদন ও হিসাব ২০২১

নতুন যুগে মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ড

START NETWORK

স্টার্ট নেটওয়ার্ক হলো ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি ও দাবত্য সংস্থা। এর কোম্পানি নিবন্ধন নম্বর ০৯২৮৬৮৩৫ এবং দাতব্য সংস্থা নিবন্ধন নম্বর ১১৫৯৪৮৩।

Start Network, WeWork, 3rd Floor, The Cursitor, 38 Chancery Lane, London WC2A 1EN

সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে-এর সঙ্গে স্টার্ট নেটওয়ার্ক ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে অনুদান স্বাক্ষরকারী এবং স্টার্ট নেটওয়ার্কের বেশ কয়েকটি কর্মসূচির অনুদান জিম্মাদার হিসাবে কাজ করে; সেরকম কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে স্টার্ট ফান্ড ও দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত অর্থায়ন ব্যবস্থা। এই প্রতিবেদনে যেসব কর্মসূচি ও আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো স্টার্ট নেটওয়ার্কের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমনটি সংবিধিবদ্ধ আর্থিক বিবৃতিতে দেখানো হয়েছে এবং যেগুলো সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে দ্বারা পরিচালিত।

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র: নেপালের কুটিয়াকাভরে বন্যার পর পানিবাহিত নানা রোগের বিস্তার রোধে হ্যান্ড পাম্পের মাধ্যমে স্যানিটাইজ করা। স্টার্ট ফান্ড অ্যালার্ট নং ০৩, ২০২১
© স্টার্ট ফান্ড নেপাল

সাংঘার, উমরকোট ও থারপার্কার অঞ্চলে খরার আশঙ্কায় জেভি তাঁর ঘরোয়া সবজি-বাগান থেকে সবজি সংগ্রহ করছেন। পাকিস্তান দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত অর্থায়ন (ডিআরএফ) কর্মসূচি, ২০২১ © কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড; ইনজিনিয়াস ক্যাপচারসের সহযোগিতায়

সূচিপত্র

সিইও এবং সিএফওও কর্তৃক রচিত মুখবন্ধ ৪

সংখ্যার হিসাবে এই বছর ৬

উদ্দেশ্য ৭

আমাদের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ৮

ক্ষমতা ৯

কতগুলো নেটওয়ার্কের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা ১০

হাবের প্রোফাইল

কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (ডিআরসি)-এর হাব ১১

গুয়াতেমালার হাব ১২

ভারতের হাব ১৩

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের হাব ১৪

পাকিস্তানের হাব ১৫

অনুশীলন ১৬

উদ্ভাবনী সংস্কৃতি লালন ১৭

সহায়সম্পদ ১৯

তহবিলগুচ্ছ ২০

স্টার্ট রেডি উদ্বোধন ২১

বৈশ্বিক স্টার্ট ফান্ড ২৩

জাতীয় স্টার্ট ফান্ডগুলো ২৭

ফান্ডগুলোর আর্থিক দিক ৩০

সম্পর্ক ৩১

সদস্যদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ৩২

পূর্বাভাস-ভিত্তিক, সতর্কতা, বিশ্লেষণ ও সাড়াপ্রদান বিষয়ক নেটওয়ার্ক ৩৩

দাতাবৃন্দ এবং দাতাদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ৩৪

অ্যাডভোকেসি ৩৫

সদস্যবৃন্দ ৩৬

সোমালিয়ার সাফুনে আকস্মিক বন্যা ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় গাতির ফলে বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হওয়ার পরপর কোভিড-১৯ বিষয়ক তৎপরতা। স্টার্ট ফান্ড অ্যালার্ট নং ৪৯০, নভেম্বর ২০২০ - জানুয়ারি ২০২১
© সেভ দ্য চিলড্রেনের সোমালিয়া দপ্তর

সিইও এবং সিএফও ও কর্তৃক রচিত মুখবন্ধ

ব্যবস্থা পরিবর্তনের কাজ এগিয়ে নেওয়া

২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯-এর নানা নতুন ধরনের বিস্তার ঘটে, টিকার পরিমাণ ছিল অপ্রতুল আর সেটার বিতরণও ছিল অসম, নানা দেশে লকডাউন, অরাজকতা ঘটে, ভয়ংকর দাবানল, ঝড় ও বন্যা দেখা দেয়। বিশ্বজুড়ে এসব ঘটনা ও দুর্যোগ আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছে যে, বিপুল ঝুঁকি ও চাহিদার বিপরীতে মানবিক সহায়তা ব্যবস্থার বর্তমান কর্মপন্থা অকার্যকর। তার পাশাপাশি, বর্তমান সময়ের অনিশ্চিত অর্থসংস্থানের মুখে মানবিক সহায়তা ব্যবস্থার গতানুগতিক কর্মপদ্ধতি অকার্যকর এবং এতে বর্তমান বিশ্বে যে ভয়ানক অসমতা বিরাজমান তা আমলে নেওয়া হয় না।

মানবিক সহায়তার সেকেলে ব্যবস্থা পরিবর্তনের যে সামষ্টিক লক্ষ্য স্টার্ট নেটওয়ার্ক গ্রহণ করেছে সেটা যেকোন সময়ের থেকে এখন বেশি দরকারি, সেটাও পরিষ্কার হয়েছে।

তবে, ব্যবস্থা পরিবর্তনকে বাস্তবে রূপদান করতে হলে আমাদের লক্ষ্য আরো শাণিত করতে হবে, অনুশীলনী আরো জোরদার করতে হবে, এবং আমাদের ক্ষমতা ও অর্থ-সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে হবে আর সেই সাথে আমাদের সদস্যদের মাধ্যমে সবাই যে একই উদ্দেশ্যে কাজ করছে সেই বোধ জাগাতে হবে। এটাও মেনে নিতে হবে যে পরিবর্তন নানা ভাবে, নানা গতিতে ও নানা উপায়ে ঘটে থাকে, আর এর জন্য কার্যকারিতা পরিমাপ করতে পারার সক্ষমতা যেমন দরকার হয়, তেমনি দরকার হয় সময়মতো দ্রুততার সঙ্গে ভুল সংশোধন করতে পারা। তাই ২০২১ সালে আমরা সেটাই করার উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা শুরু করি।

উদ্দেশ্য

আমরা আমাদের নীতিকৌশলের নবায়ন করি, এবং স্থানীয় নেতৃত্বে মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ড চালনা বিষয়ে আমাদের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও পরিবর্তনের তত্ত্বকে নতুনভাবে সাজাই, যাতে করে দুর্যোগে আক্রান্ত/দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা কমিউনিটিগুলো নিজেদের সক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অনুভব ও প্রকাশ করার সক্ষমতা অর্জন করে।

ক্ষমতা

সিদ্ধান্তগ্রহণ, কর্মপদ্ধতি, ও সম্পদ বন্টন যেন ক্রমবর্ধমানভাবে স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থাসমূহ দ্বারা নির্ধারিত হয়, তার জন্য আমরা পরিসর ও ব্যবস্থা গড়ে তুলি।

* ব্যবস্থা পরিবর্তনের এই পাঁচটি প্রধান বিষয় সি লিডবিটার এবং জে উইনহলের (২০২০) ব্যবস্থা পরিবর্তনের রূপরেখা দ্বারা অনুপ্রাণিত। এটা এখানে দেখা যাবে: https://www.systeminnovation.org/green-paper
এই পাঁচটি প্রধান বিষয় আবার Waters of System Change উপর ভিত্তি করেও তৈরি; এটার বিষয়ে জানতে পড়ুন: https://www.fsg.org/resource/water_of_systems_change/

অনুশীলন আমরা আমাদের কাজকর্মে স্থানীয় নেতৃত্বে পরিচালনার বিষয়টিকে প্রোথিত করি, আমাদের কর্মসূচি, সক্রিয়তা এবং কমিউনিটির নেতৃত্ব, সমাধান ও জবাবদিহিতার ব্যাপারে শিখনের কেন্দ্রাভিমুখ বদলে দিই।

সহায়সম্পদ স্থানীয় সংস্থাগুলোর কাছে সহায়সম্পদ সহজলভ্য ও প্রাপ্তিসাধ্য করে তুলি। স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থাগুলোর কাছেই তহবিল যায় এবং তারাই এগুলোর ব্যবস্থাপনা করে, যাতে করে সম্ভাব্য দুর্যোগ ঘটার আগেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যায় এবং যথাযথ সাড়াপ্রদান করা যায়।

সম্পর্ক যৌথভাবে কাজ ও অংশীদারিত্ব যেন সমতাপূর্ণ ও টেকসই হয় তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমরা কমিউনিটির অগ্রাধিকারের অনুকূলে বিভিন্ন শক্তিসমূহের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করে তুলতে সাহায্য করি।

ক্রিস্টিনা বেনেট
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

সুজান লিন
প্রধান অর্থ ও পরিচালন কর্মকর্তা

আমাদের রূপকল্প অর্জনের লক্ষ্যে আমরা ব্যবস্থা পরিবর্তনের* পাঁচটা মূখ্য বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করি।

আমরা ছয়টি নতুন সম্ভাব্য হাবের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করে আমাদের **নেটওয়ার্কগুলোর নেটওয়ার্ক** তৈরি করি, এবং আমরা স্টার্ট রেডি শুরু করার মাধ্যমে আমাদের **তহবিল গুচ্ছ** বর্ধিত করি; স্টার্ট রেডি হলো আমাদের নতুন ও অনন্য একটি আর্থিক পরিষেবা যেটি দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত অর্থায়নের কর্মপরিসর আরো বিস্তৃত করতে সহায়তা করবে। আমরা কমিউনিটির নেতৃত্বে উদ্ভাবন ও অংশগ্রহণকারীদের জন্য নতুন কর্মপদ্ধতি জানা-বোঝা ও আয়ত্ব করার জন্য একটি ল্যাবের জন্য সহায়তা করার মাধ্যমে আমাদের নেটওয়ার্কের **উদ্ভাবনের সংস্কৃতি** ও শিক্ষাগ্রহণকে আরো জোরদার করে তুলি। তাছাড়া, স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে (গ্লোবাল সাউথ) আমাদের কর্মপদ্ধতিকে কীভাবে বিপনিবেশায়ন করা যায় এবং আমাদের কর্মীদলকে আরো বৈচিত্রময় করে তোলা যায়, তা বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা সাংগঠনিক রূপান্তরের উদ্দেশ্যে কাজ করি। এসব কার্যক্রম আমাদের ব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যেকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।

আমরা যা অর্জন করতে পেরেছি, তা নিয়ে আমরা খুবই গর্বিত, এবং আমাদের প্রতি আস্থা, সহযোগিতা ও দায়বদ্ধতা প্রদর্শনের জন্য আমরা আমাদের বৈচিত্রময় সদস্যবৃন্দ ও হাবসমূহ, ট্রাস্টি বোর্ড, স্টার্ট নেটওয়ার্কের অদম্য দল, এবং আমাদের বিশ্বস্ত দাতাবৃন্দ ও অংশীদারদের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ।

২০২২ সালে কি হবে বা না হবে তা ভাবতে ভাবতে, আগামী বছর সম্পর্কে কোনো ঝুঁকির মডেল, নীতিকৌশলগত অভিজ্ঞতা বা দুর্দান্ত পরিকল্পনার ভিত্তিতে কোনো সুনিশ্চিত ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা যখন এটা লিখছি, সেই সময় ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তার ঘাটতি আরো প্রকট আকার ধারন করছে। এই আসন্ন বৈশ্বিক খাদ্য-সংকট ও সম্ভাব্য অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলা করার জন্য নতুন মাত্রার রাজনৈতিক সাহস, মানবিক সংহতি, বৈশ্বিক সংযোগ দরকার, যাতে করে ক্ষতিগ্রস্ত ও ক্ষতির ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি ও সংস্থাগুলোকে সহায়তা করা যায়। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে স্টার্ট নেটওয়ার্কের এই যে ব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্য, সর্বজনীন উদ্দেশ্য, ও সম্মিলিত পদক্ষেপ তা অধিকতর কার্যকর মানবিক সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দীপনা যোগাবে, যেটি ২০২২ সালের আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হবে।

সংখ্যার হিসাবে এই বছর

৫০,৭৯,১৮৯

মোট যত মানুষের কাছে পৌঁছা গেছে
জরুরি মানবিক সহায়তা* প্রদানের জন্য

বিতরণ করা তহবিল

১,৪৫,৭১,২৩৯ পাউন্ড
জরুরি মানবিক সহায়তার জন্য মোট তহবিল বিতরণ*

২২,২২,১১৫ পাউন্ড
আসন্ন দুর্যোগের জন্য তহবিল বিতরণ*

২৯,১২,৩৭৪ পাউন্ড
জরুরি মানবিক সহায়তার জন্য স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থাগুলোকে (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে) প্রদান করা তহবিল*

* এসব সংখ্যা নিম্নোক্ত কর্মসূচিগুলোর জন্য প্রযোজ্য: দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত অর্থায়ন, বৈশ্বিক স্টার্ট ফান্ড, স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ এবং স্টার্ট ফান্ড নেপাল। এসব কর্মসূচি পরিচালনা করে সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে, যা আবার স্টার্ট নেটওয়ার্কের অনুদানের জিম্মাদার।

প্রতিষ্ঠিত হাবসমূহ

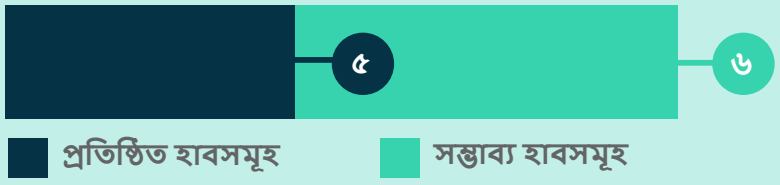

৫৫

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সদস্য

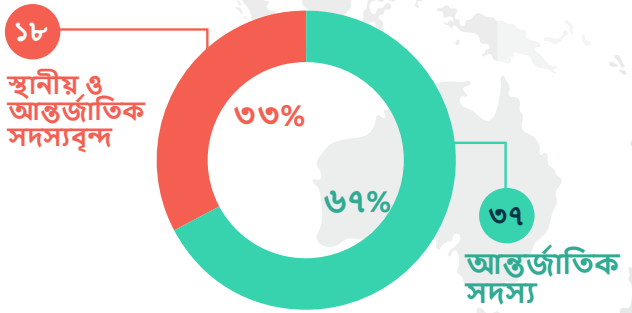

উদ্দেশ্য

আমাদের উদ্দেশ্য হলো মানবিক সহায়তা ব্যবস্থার কর্মপন্থা, সম্পদের সংস্থান ও বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাগত পরিবর্তন ত্বরান্বিত করা, যাতে করে আমরা মানবিক সহায়তামূলক ব্যবস্থারই রূপান্তর ঘটাতে পারি। আমাদের লক্ষ্য হলো স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত একটা মানবিক সহায়তা ব্যবস্থা তৈরি যা দুর্যোগে আক্রান্ত ও দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের কাছে জবাবদিহি করবে।

সুদানে আসন্ন বন্যার প্রেক্ষিতে ব্লু নাইল, সিনার ও অন্যান্য অঞ্চলে খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য বিতরণ। স্টার্ট ফান্ড অ্যালার্ট নং ৫২৯, ২০২১
© সেভ দ্য চিলড্রেনের সুদান দপ্তর

আমাদের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

স্টার্ট নেটওয়ার্ক কী?

স্টার্ট নেটওয়ার্ক হলো **৫৫টি সদস্য সংস্থা** নিয়ে গঠিত একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক; এটি বৈশ্বিক মানবিক সহায়ক ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ব্যবস্থাগত সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে ছয়টি মহাদেশ জুড়ে কাজ করে।

স্টার্ট নেটওয়ার্ক একটি স্বাধীন দাতব্য সংস্থা। আমরা **সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকের** সঙ্গে কাজ করি, আর এই সংস্থাটি স্টার্ট নেটওয়ার্কের অনুদানের জিম্মাদার হিসাবে কাজ করে।

অভিলক্ষ্য, রূপকল্প, ও পরিবর্তনের তত্ত্ব

স্টার্ট নেটওয়ার্কের রূপকল্প হলো স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত একটা মানবিক সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা দুর্যোগে আক্রান্ত ও দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের কাছে জবাবদিহি করবে। আমরা মানবিক সহায়তা ব্যবস্থার কর্মপন্থা, সম্পদের সংস্থান ও বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাগত পরিবর্তন নিয়ে এসে এই রূপকল্প বাস্তবায়ন করতে চাই।

বৈশ্বিক মানবিক সহায়তা ব্যবস্থা বদলানো

মানবিক সহায়তা ব্যবস্থায় ক্ষমতা, প্রভাব ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে গ্লোবাল নর্থে (উন্নত বিশ্ব)। অথচ স্থানীয় সংস্থাগুলোই বেশিরভাগ মানবিক সাড়াপ্রদানের কাজ করে, এবং তাদের কমিউনিটিগুলোর সঙ্গে গভীর সংযোগ থাকার কারণে তাদের প্রয়োজনগুলো ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। তাদের বাদ দেওয়া এবং ক্ষমতায়নের উল্টো পথে যাত্রার জবাবে স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থাগুলো আরো বেশি করে স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত মানবিক সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছে এবং তা অর্জনের জন্য কাজ করে চলেছে। স্টার্ট নেটওয়ার্ক এই পরিবর্তনকে বৈশ্বিক মানবিক সহায়তা ব্যবস্থা রূপান্তরের জন্য এর রূপকল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য করে।

আমরা যেসব সমস্যা নিয়ে কাজ করছি	আমাদের সমাধান
সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়া কেন্দ্রীভূত, এবং অগ্রাধিকার ঠিক করার ক্ষেত্রে কমিউনিটির যোগসূত্র নাই।	ক্ষমতা ও সম্পদের বদল এবং স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত নেটওয়ার্ক ও সংস্থাগুলো সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিয়ে এসে এর বিকেন্দ্রীকরণ।
বিদ্যমান ব্যবস্থাটি প্রতিক্রিয়াশীল, খণ্ডিত, ও অকার্যকর।	একটা বৈশ্বিক অর্থায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা ঝুঁকি কমায়, আসন্ন দুর্যোগের পূর্বাভাস দেয় এবং সে অনুযায়ী দুর্যোগের আগেই পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রণোদনা ও কাজের পদ্ধতি সেকেলে, অনমনীয় ও পরিবর্তন-প্রতিরোধী।	উদ্ভাবনী, স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত, ও প্রাসঙ্গিক সমাধানকে উৎসাহিত করা এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশাপাশি সেখান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা।

কলম্বিয়ার আরাকুইটায় আসন্ন সশস্ত্র সংঘাতের মুখে বাস্তুহারা পরিবারগুলোর মাঝে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার কিট ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ। স্টার্ট ফান্ড অ্যালার্ট নং ৫১১, ২০২১। © কাদেনা

ক্ষমতা

আমরা অসম ক্ষমতা সম্পর্কগুলো ভেঙে দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে পরিবর্তন আনছি যাতে স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থাগুলো সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি কর্তৃক মানবিক সহায়তা কাজের ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপন করতে সহায়ক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারে।

৮৫%

স্থানীয় অংশীদার* মনে করেন স্টার্ট নেটওয়ার্কের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিকানা তাদের থাকে। স্টার্ট নেটওয়ার্ক সদস্যদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য।

* স্টার্ট নেটওয়ার্কের স্থানীয় অংশীদার জরিপ ২০২১ থেকে এই শতকরা হার নেওয়া হয়েছে; সেই জরিপে ৯৮টি স্থানীয় অংশীদার তাদের মতামত প্রদান করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে অনুদানের জিম্মাদার হিসাবে সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে দ্বারা পরিচালিত কর্মসূচির অংশীদারগণ।

কতগুলো নেটওয়ার্কের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা

স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত হাবগুলোর মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

বৈশ্বিক মানবিক সহায়তা ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও হস্তান্তর ঘটানোর জন্য আমরা সিভিল সোসাইটি হাব ও সদস্যদের একটি বিস্তৃত ও বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক হয়ে উঠার উদ্দেশ্যে কাজ করছি, যেটি এমন একটি বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মের সহায়তা চালিত হবে যা সবার মধ্যে সংযোগ, সদস্যদের জোটবদ্ধ ও উদ্ভাবন ত্বরান্বিত করতে কাজ করবে।

আমাদের তিনটি মৌলিক নীতিকৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে; এগুলো আমাদের রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। প্রথমটি হলো দেশীয় ও আঞ্চলিক হাবগুলো **বিকশিত হওয়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা** এবং নেটওয়ার্ককে **বৈচিত্রপূর্ণ করার** মাধ্যমে নিশ্চিত করা যে এটি মূলত স্থানীয় কর্মীদের দ্বারা গঠিত। দ্বিতীয়টি হলো ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার এসব হাবের উপর **ন্যস্ত করা**। স্টার্ট নেটওয়ার্কের দল তখন **পরিষেবা প্রদানকারীর ভূমিকায়** অবতীর্ণ হবে; নেটওয়ার্কের স্থানীয় কর্মীদেরকে সহায়তা করার মাধ্যমে তাদের সংস্কারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কাঠামোগত, রাজনৈতিক, ও পরিচালনগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়তা করবে।

আমাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করা

হাবগুলো হলো স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা কর্মীদের একযোগে কাজ করে মানবিক দুর্যোগ নিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী সমাধান তৈরির কতগুলো নেটওয়ার্ক যেগুলো স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত হয়। **কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (ডিআরসি)**, **গুয়েতেমালা**, **ভারত**, **প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল**, ও **পাকিস্তানে** স্টার্ট নেটওয়ার্কের পাঁচটি হাব বিকশিত হওয়ার পর্যায়ে আছে। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে এসব হাব বিষয়ে আরো দেখুন।

আমরা **হাব ইনকিউবেশন ফান্ডের** মাধ্যমে হাবগুলোকে সহায়তা করি, যা তাদেরকে তাদের উন্নয়নের উপর আরো মালিকানা প্রদান করে এবং অভ্যন্তরীণ কাঠামো জোরদার করতে সুযোগ করে দেয়। ২০২১ সালে আমরা এই তহবিলের মাধ্যমে **১,০০,০০০ পাউন্ড** অনুদান দিয়েছিলাম। সদস্যগণ যেসব ব্যবহারিক উদ্যোগের জন্য অনুদান কাজে লাগায় তার মধ্যে রয়েছে: কর্মীদের একটি আচরণবিধি তৈরি করা, নীতিকৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করা, এবং দুর্যোগে সাড়াপ্রদানের প্রোটোকল হালনাগাদ করা।

সদস্যপদ ও প্রশাসনিক রূপান্তর

২০২১ সালে আমাদের সদস্যপদের মডেল বিকেন্দ্রীকরণ করা বিষয়ে স্টার্ট নেটওয়ার্ক কিছু সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়। হাব ও সদস্যদের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক গোষ্ঠী গড়ে তুলে, আমরা একগুচ্ছ নীতি প্রস্তাব করি, যা আমাদের বিদ্যমান বৈশ্বিক সদস্যদেরকে হাব পর্যায়ে রূপান্তরের পথনির্দেশ প্রদান করবে। আমাদের ২০২১ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় ভবিষ্যতের হাব-ভিত্তিক প্রশাসনিক ও সদস্যপদ মডেল সম্মেলন কর্তৃক অনুমোদিত হয়; এই নতুন মডেল স্টার্ট নেটওয়ার্ককে নেটওয়ার্কগুলোর নেটওয়ার্কে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে পথ দেখাবে।

২০২১ সালে আমরা ছয়টি নতুন সম্ভাব্য হাবের সঙ্গে কাজ শুরু করি; হাবগুলো ভৌগোলিক অবস্থান ও সদস্যপদ উভয় দিক থেকেই বৈচিত্রপূর্ণ।

সম্ভাব্য হাবগুলোর মধ্যে রয়েছে:

আফগানিস্তান

স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত যৌথতা, যার মধ্যে **৬৫%** সংস্থাই হলো স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা (এলএনজিও) আর **৩৫%** সংস্থা হলো আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (আইএনজিও)।

বাংলাদেশ

স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশের উপর ভিত্তি করে অগ্রসরমান; এর **৪৭**টি সদস্যএর মধ্যে **২৯**টি সদস্যই স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থা; এর লক্ষ্য হলো বিদ্যমান সহযোগিতামূলক স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত যে কাঠামো গড়ে উঠবে তাতে সহায়তা করা।

কেনিয়া

স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত নেটওয়ার্ক অ্যারিড অ্যান্ড সেমি-অ্যারিড ল্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে অগ্রসরমান; যার মধ্যে রয়েছে **৩০**টি স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা, অক্সফ্যাম এবং সম্ভাব্য অন্যান্য আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা।

ফিলিপাইন

ফিলিপাইন পার্টনারশিপ ফর ইমারজেন্সি রেসপন্স এবং সিটিজেনস ডিজাস্টার রেসপন্স সেন্টারকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছে, এবং সিভিল সোসাইটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে।

সোমালিয়া

নেক্সাস নামক একটি স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত নেটওয়ার্কের সঙ্গে কাজ করছে, যা নয়টি স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা এবং দুইটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

দক্ষিণ সুদান

মূলত **চার**টি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক এগিয়ে নেওয়া একটি স্থানীয় নেতৃত্বাধীন সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা।

হাবের প্রোফাইল

কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (ডিআরসি)-এর হাব

ডিআরসি হাব এমন একটি মানবিক সহায়তা ব্যবস্থার মডেল গড়ে তোলার কাজ করছে যা অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বাধীন, প্ররোচক, স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত, ও সামষ্টিক দায়দায়িত্ব সবাই ভাগাভাগি করে নেয়। এটি প্রায় ৬০টি স্থানীয়, জাতীয়, ও আন্তর্জাতিক সংস্থাকে একত্রিত করেছে, এবং আগামীতে সরকারি ও বেসরকারি খাত এবং শিক্ষায়তনকে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করছে।

> হাব পরিবারটি তথ্য, রিসোর্স ও শক্তির ভাণ্ডার। নেটওয়ার্কটি অসাধারণ। লোকজন, নেটওয়ার্ক, দর্শন, বিতর্ক।

গ্যাং কারুম অগাস্টিন

রিবিল্ড হোপ ফর আফ্রিকার এবং ডিআরসি হাব লিডারশিপ টিম, ডিআরসি-এর সদস্য

২০২১ সালে অগ্রগতি

২০২১ সালে ডিআরসি হাব তার প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করেছে; হাবের আইনি নিবন্ধনের জন্য প্রস্তুতিও এর অন্তর্ভুক্ত। ডিআরসি হাব স্টার্ট নেটওয়ার্কের হাব ইনকিউবেশন ফান্ড ব্যবহার করে এর তহবিল সংস্থানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবনা ও আবেদনপত্র প্রস্তুত করেছে। হাবের প্রশাসনিক ও আর্থিক ম্যানুয়াল, সদস্যপদের প্রটোকল ও সংবিধিকে একটা গণপরিষদে বৈধতা দেওয়ার পর এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।

তহবিল সংস্থানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ডিআরসি হাব ২০২১ সালে ডাচ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র, কমনওয়েলথ ও উন্নয়ন দপ্তর (এফসিডিও), এবং ফরাসি উন্নয়ন সংস্থা থেকে তহবিল সংস্থান করতে সক্ষম হয়। সংগৃহীত তহবিলের সাহায্যে হাবটি একটি মানবিক সহায়তামূলক উদ্ভাবন কর্মসূচি তৈরি করতে সক্ষম হয়, যেটি মানবিক সহায়তা ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার নতুন পন্থা উদ্ভাবনে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে; এবং একটি দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত অর্থায়ন কর্মসূচি তৈরি করে, যেটি স্থানীয় ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে ঝুঁকি অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী আগেভাগে পরিকল্পনা করে এবং আসন্ন দুর্যোগের প্রভাব সীমিত রাখে।

স্থানীয় কণ্ঠস্বরগুলোর শক্তিবৃদ্ধি করার লক্ষ্য নিয়ে হাবটি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা জুড়ে পাঁচটি প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করে, এবং এসব প্ল্যাটফর্মগুলোর মানবিক সহায়তা কাঠামোতে এই হাব ও স্থানীয় সংস্থাগুলোকে একত্রিত করে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ১৫০টির মতো স্থানীয় সংস্থা—যাদের অনেকে স্টার্ট নেটওয়ার্কের সদস্য নয়—হাবের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে, এবং মানবিক সহায়তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা ও প্রতিটি প্রদেশে সমস্যাদি নিয়ে উদ্বেগকে প্রভাবিত করতে পারবে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সামনের বছরের জন্য ডিআরসি হাব পরিকল্পনা করছে:

- **দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও বন্যা-প্রবন এলাকায় বসবাসরত কমিউনিটিগুলোকে লক্ষ্য করে কমিউনিটির নেতৃত্বে চালিত উদ্ভাবনী কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিকূলতা-সহিষ্ণু কমিউনিটিগুলোকে সহায়তা করা।**
- **ডিআরসিতে আইনি নিবন্ধিতপ্রাপ্ত সংস্থায় পরিণত হওয়া, যার ফলে কর্তৃপক্ষ, দাতা ও অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।**
- **হাবের নেতৃত্বের অভিলক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি সচিবালয় স্থাপন করা এবং ডিআরসি জুড়ে সদস্য ও সংস্থাগুলোর সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র গড়ে তোলায় সহায়তা করা।**
- **ডিআরসি ও বিশ্বব্যাপী মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত কার্যক্রমের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া; আর একইসঙ্গে স্থানীয় কর্মীদের কণ্ঠস্বরের জোরালো প্রতিফলন ও দৃশ্যমানতার প্রতি সহায়তা করতে থাকা।**

কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বেশ কিছু অঞ্চলে সশস্ত্র সংঘাতের কারণে স্থানচ্যুতির ঘটনা ঘটার প্রেক্ষিতে ইতুরি প্রদেশে পরিবারের সন্ধান করা ও পুনর্মিলনী কার্যক্রম পরিচালনা। স্টার্ট ফান্ড অ্যালার্ট নং ৫৬০, ২০২১।
© আলিমা - দি অ্যালায়েন্স ফর ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল অ্যাকশন

ডিআরসি'র হাব বিষয়ে আরো দেখুন: **https://startnetwork.org/hubs/democratic-republic-congo**

হাবের প্রোফাইল

গুয়াতেমালার হাব

গুয়াতেমালার হাব পারস্পরিক সংহতির মাধ্যমে সংলগ্ন কমিউনিটিগুলোকে সহায়তা করে এবং তাদের যে দুর্যোগের প্রস্তুতি ও মানবিক সাড়া পাওয়ার অধিকার রয়েছে সেই বিষয়ে সক্রিয় প্রচারণা চালায়। মানুষ, পৃথিবী, ও আমাদের আশেপাশের সবকিছুর মধ্যে সামগ্রিক, অবিচ্ছেদ্য ও প্রীতিকর সংযোগ রয়েছে এমন কল্পনার উপর এটি দাঁড়ানো। এই হাবে ১১টি স্থানীয় ও জাতীয় সদস্য সংস্থা আছে, যার সবকটিই কমিউনিটি-ভিত্তিক। স্টার্ট নেটওয়ার্কের সদস্য অ্যাসোসিয়াসিওন দে সারভিসিওস কমিউনিতারিওস দে সালুদ (এএসইসিএসএ) হাবটির সচিবালয় হিসাবে কাজ করে।

আমাদের এমন এক নতুন ব্যবস্থার প্রয়োজন, যার মাধ্যমে মানুষ ও পরিবেশের—প্রকৃতি, পৃথিবী ও মহাবিশ্বের—মধ্যে আরো ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠবে। উন্নত জীবনযাপনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এক নতুন সভ্যতার যুগের এটি আদর্শ নমুনা।

উগো ইকো পেরেন

পরিচালক, এএসইসিএসএ, গুয়াতেমালার হাব

২০২১ সালে অগ্রগতি

গুয়াতেমালা হাব তার সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ককে আরো জোরদার করে ২০২১ সালে হাব সম্মেলনে প্রথম সামনাসামনি সাক্ষাতের মাধ্যমে। স্টার্ট নেটওয়ার্কের হাব ইনকিউবেশন ফান্ডের বদৌলতে এই হাব আরোও এগিয়ে যায়; এই তহবিল হাবের সদস্য সংস্থাগুলোকে দেওয়া হয়েছিল প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাগত উন্নতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে। এই হাব একটি সমন্বয় দল হিসাবে কাজ করার জন্য এবং এক এক করে হাবের আবর্তনশীল নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তিনটি সংস্থাকে নির্বাচিত করে। হাবের নেটওয়ার্কটি এখন আরো উন্নত হওয়ায়, স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত হওয়ার নীতিসমূহ ধারণ করার ক্ষেত্রে হাবটি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে; আর নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতেও প্রস্তুত।

গুয়াতেমালা কেন্দ্র—যার প্রতিনিধিত্ব করে এএসইসিএসএ—কমিউনিটির নেতৃত্বাধীন উদ্ভাবনী অংশীদারিত্ব (কমিউনিটি-লেড ইনোভেশন পার্টনারশিপ — সিএলআইপি) বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রেও এগিয়ে গেছে। এর উদ্দেশ্য হলো মানবিক দুর্যোগে আক্রান্ত ও দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা কমিউনিটিগুলোকে তাদের নিজস্ব সমস্যার সৃজনশীল সমাধান খুঁজে বের করা ও সেই সমাধান বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা। স্থানীয় উদ্ভাবনী ধারণার নতুন কিছু দৃষ্টান্ত: নিম্ন-প্রযুক্তির যন্ত্র দিয়ে বৃষ্টির পানি সংগ্রহের প্রক্রিয়া যা শুষ্ক মৌসুমে বাসাবাড়িতে পানি সরবরাহের জন্য কাজে লাগে; গবাদি পশুর খাদ্য যা বহুদিন পর্যন্ত নষ্ট হয়না এবং স্থানীয়ভাবে লভ্য, সস্তা, ও জৈব উপাদান দিয়ে তৈরি; বন্যাকালে পানিদূষণরোধী পায়খানা। সিএলআইপি বিষয়ে আরো দেখুন **২০ পৃষ্ঠায়**।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সামনের বছরের জন্য গুয়াতেমালার হাব পরিকল্পনা করছে:

- **আরো বেশিসংখ্যক স্থানীয় উদ্ভাবককে ক্ষমতায়িত করা, যাতে তারা নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে দুর্যোগের সময় তাদের কমিউনিটির লোকেদের, বিশেষত আদিবাসীদের, সহায়তা করতে পারে।**
- **সদস্যদের মানবিক সহায়তা, তহবিল যোগাড় ও প্রচারণার সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করা, আর একইসঙ্গে কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের সঙ্গে নীতিকৌশলগত সম্পর্ক তৈরি করা।**
- **আন্তর্জাতিক, স্থানীয় ও জাতীয় সদস্যদের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক স্থাপন ও সম্পৃক্ততার পরিসর বাড়ানো, যাতে করে স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত, ক্ষমতার ভারসাম্যযুক্ত ও বৈচিত্রপূর্ণ সদস্যপদ নিশ্চিত করা যায়।**
- **বহিস্থ অংশীজন ও দাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা, যার ফলে হাবটি স্থানীয় কমিউনিটির লোকেদের জন্য সহায়ক উদ্যোগের বিস্তৃত একটি পোর্টফোলিও তৈরি করতে পারে।**

২০২১ সালে গুয়াতেমালার হাব প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য পেটেন বিভাগে ভ্রমণ।
© এএসইসিএসএ

গুয়াতেমালার হাব বিষয়ে আরো দেখুন: **https://startnetwork.org/guatemala**

হাবের প্রোফাইল

ভারতের হাব

ভারতে কর্মরত স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলোকে একত্রিত করার মাদ্রশে ইন্ডিয়া হিউম্যানিটারিয়ান হাব (আইএইচএইচ) স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত কার্যক্রম ও নেতৃত্বকে অগ্রাধিকার দেয়। এই হাব বিদ্যমান মানবিক সহায়তা কাঠামোর পরিধি ও সংস্কৃতির বাইরে এমন পন্থায় কাজ করতে চায় যার মধ্যে আরো বেশি স্থানীয় ও জাতীয় মানবিক সহায়তা কর্মীদের যুক্ত করা এবং উদ্ভাবনী কর্মসূচি অন্বেষণ করা অর্ন্তভুক্ত। এসব পরিবর্তন বাস্তবায়িত করার জন্য, এই হাব তিনটি স্তম্ভের উপর নির্মিত হয়েছে:

- জ্ঞান ও উদ্ভাবন
- স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত কার্যক্রম
- নতুন অর্থায়ন ও অর্থসংস্থানের প্রক্রিয়া

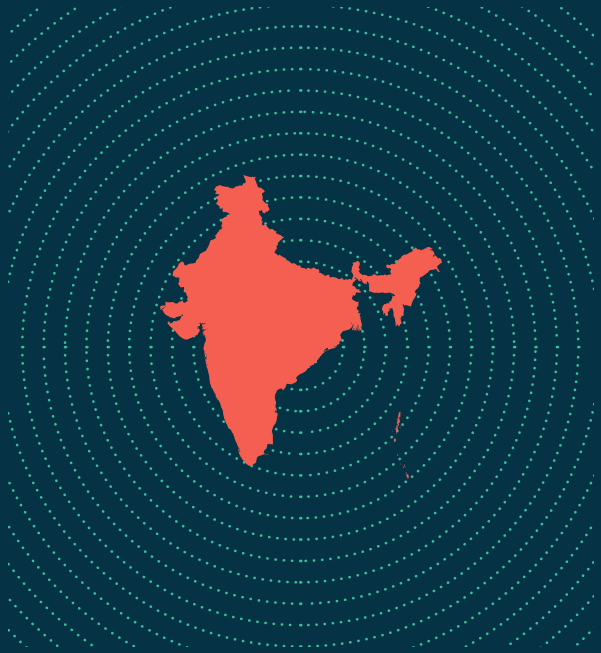

> যতদিন পর্যন্ত স্থানীয়করণ সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা এবং জাতীয় ও স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে অসমকক্ষতা থেকেই যাবে। বর্তমানে স্থানীয়করণ কেবলমাত্র অর্থায়নের ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে মনে হয়, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বা স্থানীয় সংস্থাগুলোর বৈশ্বিক স্তরে [...] নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ততাকে কেন্দ্র করে এটি হচ্ছে না।
>
> **জোসেফ সাহায়াম**
> কাসা ইন্ডিয়া এবং ভারতের হাবের সমন্বয়ক দলের সদস্য

২০২১ সালে অগ্রগতি

ভারতের অনেক নেটওয়ার্কই জাতীয় পর্যায়ের নেটওয়ার্ক, আর তাই এই হাব মূলত আস্থা ও বোঝাপড়া বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে সাব-ন্যাশনাল সংস্থা ও নেটওয়ার্কের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার কাজে অনেক সময় ব্যয় করে। ফলে হাবটি নানা ধরনের অংশীজনকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়, এবং একটি বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতিকে উৎসাহিত করে, যার ফলে হাবের মধ্যেই সাব-ন্যাশনাল সংস্থাগুলোর একটা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গঠিত হয়।

ভারতের হাবটি তার দাতাদেরকে স্থানীয় সংস্থাগুলোতে অর্থায়ন করতে উৎসাহিত করে। ফলস্বরূপ, হাবটির সঙ্গে স্থানীয় সংস্থার নেতৃবৃন্দের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে, এবং তারা মূল্যায়ন, তথ্য ও পন্থা সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের আদান-প্রদান করতে সক্ষম হয়।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সামনের বছরের জন্য ভারতের হাব পরিকল্পনা করছে:

- **একটা উদ্ভাবন হাব প্রতিষ্ঠা করবে, যেটা ভারতে স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনে সহায়ক হবে। এই কর্মসূচিটি মূলত উদ্ভাবকদেরকে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে পরিবর্তিত বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করবে, এবং তাদের উদ্ভাবনগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করবে যাতে করে ক্ষতিগ্রস্ত বা ঝুঁকিতে থাকা কমিউনিটির লোকেদের আরো ভালোভাবে সহায়তা করা যায়।**
- **সাব-ন্যাশনাল সম্পৃক্ততা আরো জোরদার করার জন্য ভারতের বর্তমান সাধারণ কর্মকাণ্ডের 'কেন্দ্রগুলোর' বাইরে একটি সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করবে। এই সচিবালয় তখন দেশের বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে আরো নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করবে।**

ভারতে ঘুর্ণিঝড় ইয়াসের পর দীর্ঘস্থায়ী বন্যার সময় স্বাস্থ্য-কিট বিতরণ। স্টার্ট ফান্ড অ্যালার্ট নং ৫২৭, ২০২১
© অক্সফাম ইন্ডিয়া

ভারতের হাব বিষয়ে আরো দেখুন: **https://startnetwork.org/india-hub**

হাবের প্রোফাইল

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের হাব

হাবটির নাম "হিউম্যানিট্যারিয়ান এফএএলই" (ফ্যাসিলিটি এইডিং লোকালি-লেড এনগেজমেন্ট) এর শিকড় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে গভীরভাবে প্রোথিত। এফএএলই ("ফ্যাল") বলতে একটি বাড়িকে বোঝায় যেটি তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন সেখানে মানুষ থাকে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় হিউম্যানিটারিয়ান ফ্যাল স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত করতে কাজ করছে যাতে তারা এমন পরিষেবা প্রদান করতে পারে যা যেকোনো দুর্যোগে মানুষের জীবনের সুরক্ষা দিতে পারে। প্যাসিফিক আইল্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন অব নন-গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশনস (পিআইএএনজিও) হাবটির সদরদপ্তর হিসাবে কাজ করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ২৪টি দেশ ও ভূখণ্ডের সিভিল সোসাইটি সদস্যদেরকে একত্রিত করছে।

ফ্যাল গড়ে তোলে বর্তমানে প্রচলিত[]পিআইএএনজিও ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে একটি নতুন কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে যেখানে যারা পিআইএএনজিও অংশীজন নয় তারা ফ্যাল-এর সদস্য হয়ে উঠবে। এই পরিবর্তন অনেক দিক থেকেই মানবিক সহায়তা খাতে সক্রিয় সিভিল সোসাইটির কাজের ধরনকে প্রবলভাবে বদলে দিবে। যেহেতু ফ্যাল সকল অংশীদারদের মধ্যে একটি সত্যিকারের অংশীদারিত্ব তৈরির জন্য কাজ করছে, যার মাধ্যমে স্থানীয়রা নেতৃত্ব দেয় [...] অন্যরা যেকোনো ঘাটতি পূরণ করে।

আকমল আলী
নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ইনোভেশন অফিসার
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের হাব

২০২১ সালে অগ্রগতি

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের লোকেদের জীবন-জীবিকা, নিরাপত্তা ও কল্যাণের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন এককভাবে সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব খুব প্রকটভাবে পড়েছে, যার ফলে ঘন ঘন ৫ মাত্রার ঘুর্ণিঝড়, সুনামি, তীব্র জলোচ্ছ্বাস, খরা ও বন্যা হয়েছে। যেকোনো দুর্যোগের সময় স্থানীয় সিভিল সোসাইটি সংস্থাগুলোই সবার আগে সাড়া প্রদান করে, অথচ সরকার প্রায়শই এসব সংস্থাকে উপেক্ষা করে বরং জাতিসংঘ সংস্থা ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়—এই বিষয়টি প্রশান্ত মহাসাগরীয় হাব বুঝতে পারে।

পিআইএএনজিও নেটওয়ার্কটিকে শক্তিশালী করার জন্য হাবের বিদ্যমান কাঠামোতে যোগ দিয়ে এর সদস্যপদ বিস্তৃত করতে নতুন সক্রিয় সংস্থাগুলোকে নিয়ে আসে। বিষয়টি ২০২১ সালে সংগঠনটির মনোযোগের কেন্দ্রে ছিলো। এটি সম্প্রসারিত হাবের কাঠামো ঠিক করতে নেটওয়ার্কের সভা আহ্বান করে অন্যান্য সক্রিয় সংস্থা ও অংশীজনদের সঙ্গে মিলিত হয়।

পিআইএএনজিও তার বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে **স্থানীয় নেতৃত্বে পরিচালিত কার্যক্রমের উপর হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাডভাইজরি গ্রুপের** দুইটি গবেষণাপত্রের জন্যও উপাত্ত সংগ্রহ করে। গবেষণাপত্র দুইটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিমাপ করে, অংশিদারিত্বের ক্ষেত্রে পিআইএএনজিও-এর অভিজ্ঞতা চিত্রিত করে, এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্থানীয় কার্যক্রমের উপর গবেষণার প্রভাব দেখায়।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সামনের বছরের জন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের হাব পরিকল্পনা করছে:

- **প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের চারটি দেশ—ফিজি, টোঙ্গা, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ও ভানুয়াতুতে চারটি ছোট হাব (মিনি-ফ্যালে নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে হাবটির আরো স্থানীয়করণ করবে। এটি ছোট হাবগুলোকে তাদের নিজস্ব প্রশাসন ও সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে, যা স্থানীয় কমিউনিটিগুলোর সঙ্গে সংহতি বজায় রেখে স্থানীয় নেতৃত্বে পরিচালিত সাড়াপ্রদান ও কাজকর্মকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে।**
- **তদারকি, মূল্যায়ন, জবাবদিহিতা ও শিখনের জন্য কমিউনিটির নেতৃত্বের একটা পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়ে দেখবে। এটি আক্রান্ত কমিউনিটিগুলোকে শিখনের অনুঘটক ও অভীষ্ট হয়ে উঠতে সহায়তা করবে। দুর্যোগ ও সাড়াদান কর্মকাণ্ড থেকে মূল্যায়ন ও শিখনের উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্যে, এটি কমিউনিটিগুলোর সঙ্গে সংলাপ ও আলোচনা করতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপের আদিবাসীদের পন্থা কাজে লাগাবে।**
- **হাবের প্রশাসনিক কাঠামোকে আনুষ্ঠানিক রূপ প্রদান করবে এবং হাবের প্রক্রিয়ায় আরো ব্যাপকাকারে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনকে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করবে।**

ফ্যাল—২০২১ সালের ডিসেম্বর ও ২০২২ সালের জানুয়ারির মধ্যে হুঙ্গা টোঙ্গা-হুঙ্গা হাপাই আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের পর সংহতি জানিয়ে পাসিফিকার সদস্যরা কাজ করে।
স্থানীয় ভাবে পরিচালিত টোঙ্গা রেপিড কো-অর্ডিনেশন অ্যান্ড রেসপন্স ফান্ড (টিআরসিআরএফ)।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের হাব বিষয়ে আরো দেখুন: **https://startnetwork.org/pacific-hub**

হাবের প্রোফাইল
পাকিস্তানের হাব

পাকিস্তানের হাব, যা রেডি পাকিস্তান নামেও পরিচিত, একটি সক্রিয়, প্রতিকূলতা-সহিষ্ণু, লোক-কেন্দ্রিক, স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত, ও উদ্ভাবনী মানবিক সহায়তা বাস্তুতন্ত্র তৈরি করতে চায়। যেকোনো সম্ভাব্য দুর্যোগের প্রস্তুতি ও সাড়াদান জোরদার করার মাধ্যমে এই হাব উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার পরিকল্পনা করছে। এই উদ্যোগ পাকিস্তানি কমিউনিটি, সিভিল সোসাইটি, পাকিস্তানি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং আরো অনেকে একসাথে মিলে গ্রহণ করে। একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি দ্বারা এটি পরিচালিত হয়, যার মধ্যে আন্তর্জাতিক এনজিও, জাতীয় এনজিও ও দুইটি মুখ্য জাতীয় মানবিক সহায়তা ও উন্নয়ন নেটওয়ার্ক ও কনসোর্টিয়ামের প্রতিনিধিরা রয়েছে।

> এই হাবগুলো আসলে স্থানীয়করণকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রথম ব্যবস্থা [···] আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে আমরা সবাই মিলে এটা করতে পারবো; এবং আমরা বাকি দেশগুলোকেও নিজেদের হাব চালু করতে অনুপ্রাণিত করবো; এবং আমরা দাতাদের ও [···] আরো ব্যবস্থাকে বিশ্বজুড়ে বদলে যেতে শুরু করতে অনুপ্রাণিত করবো।

মুহাম্মদ আমাদ
নির্বাহী পরিচালক, আইডিয়া (আইডিইএ); সদস্য, পাকিস্তান ন্যাশনাল রেডি পাকিস্তান স্টিয়ারিং কমিটি, রেডি পাকিস্তান (পাকিস্তানের হাব); এবং স্টার্ট নেটওয়ার্কের ট্রাস্টি।

২০২১ সালে অগ্রগতি

রেডি পাকিস্তান স্বাধীন সংস্থা হয়ে উঠার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময়, ২০২১ সালে নতুন সদস্য গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে। এই হাব স্থানীয় নেতৃত্ব ও সদস্যপদ নিশ্চিত করতে কমপক্ষে ২৫টি স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থাকে নিয়ে আসার লক্ষ্যে সদস্যপদ অভিযান শুরু করে। ১২০টিরও বেশি সংস্থা রেডি পাকিস্তানের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করে, যা হাবটির সাফল্য ও পরিচিতি সম্পর্কে ধারণা দেয়। সদস্য গ্রহণ শেষ হবে ২০২২ সালে।

রেডি পাকিস্তানের আছে একটি শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত অর্থায়ন (ডিআরএফ) কর্মসূচি। পাকিস্তানে বন্যা, তাপদাহ ও খরার মতো দুর্যোগ কমাতে, রেডি পাকিস্তানের ডিআরএফ কর্মসূচি ঝুঁকির মডেল তৈরি করে, সে অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তহবিল গঠন করে যা যে দুর্যোগ ঘটার জোরালো পূর্বাভাস রয়েছে সেটার ব্যাপারে সাড়াদান করে। এর ফলে, হাব সদস্যরা দুর্যোগের আগে ও প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত ও আগেভাগে প্রয়োজনীয় সাড়াদান করতে পারে। ২০২১ সালে হাবটির ডিআরএফ ব্যবস্থা পাঁচ বার ব্যবহার করা হয়; তাপদাহের জন্য চারবার এবং খরার জন্য একবার। আরো দেখুন ২৭ পৃষ্ঠায়।

২০২১ সালে সফলভাবে ডিআরএফ কর্মসূচি চালানোর পাশাপাশি, রেডি পাকিস্তান জাতীয় কর্তৃপক্ষ এবং বহুপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছ থেকে স্বীকৃতি পায় এবং তাদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে। হাবটি ২০২২ সালে আইনি অনুমোদিত সংস্থা হিসাবে নিবন্ধনের প্রস্তুতি নেওয়ার পাশাপাশি জাতীয় কর্তৃপক্ষসমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ততা, যোগাযোগ ও সম্মিলিত কার্যক্রম জোরদার করতে সচেষ্ট হয়।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সামনের বছরের জন্য রেডি পাকিস্তান পরিকল্পনা করছে:

- **বন্যা, তাপদাহ ও খরাসহ আরো নানা দুর্যোগ মোকাবেলায় নানামুখী দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত অর্থায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বা ঝুঁকিতে থাকা কমিউনিটিগুলোকে সক্রিয় সহায়তা করে যাওয়া।**
- **এই হাবের বৈচিত্র্য বাড়াতে এবং পাকিস্তানের সব প্রদেশে সম্পৃক্ততা আরো নিবিড় করতে বিপুল সংখ্যক নতুন সদস্য নিয়ে আসা।**
- **পাকিস্তানে আইনি নিবন্ধীকৃত সংস্থা হয়ে উঠা এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ততা জোরদার করা।**
- **হাব নেতৃত্বের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং নতুন সদস্যদের সহায়তা প্রদান করার জন্য একটা সদরদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা।**

বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের পর সুমজি একটি মোটরবাইক ঠিক করেন, যা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে প্রতিকূলতা-সহিষ্ণু করে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। পাকিস্তান ডিআরএফ কর্মসূচি, ২০২১
© কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড, ইনজিনিয়াস ক্যাপচারসের সহযোগিতায়

পাকিস্তানের হাব বিষয়ে আরো দেখুন: **https://startnetwork.org/pakistan-hub**

অনুশীলন

আমাদের কার্যক্রম, কর্মসূচি, কর্মপ্রণালী ও আচরণকে স্থানীয় পর্যায়ে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন তা দুর্যোগে আক্রান্ত ও দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা লোকজন ও কমিউনিটির কাছে দায়বদ্ধ থাকে।

৩৯%

স্টার্ট নেটওয়ার্ক কর্মসূচি (**২৩টি কর্মসূচির মধ্যে***) আমাদের শ্রেণিবিভাগের মানদণ্ড অনুযায়ী স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, এবং এগুলোতে কমিউনিটির কাছে জবাবদিহিতার পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত।

* এগুলোর মধ্যে রয়েছে অনুদানের জিম্মাদার হিসাবে সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে দ্বারা পরিচালিত কর্মসূচিসমূহ।

নেপালের নাওয়ালপুর ও পারাশি জেলায় বন্যার পর খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ। স্টার্ট ফান্ড অ্যালার্ট নং এন০২, ২০২১
© অ্যাকশনএইড নেপাল

উদ্ভাবনী সংস্কৃতি লালন

কমিউনিটিগুলোকে নিজস্ব সমাধান খুঁজে বের করতে সহায়তা করা

কমিউনিটির নেতৃত্বে উদ্ভাবন এই বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেয় যে দুর্যোগে আক্রান্ত কমিউনিটিগুলোই পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের চাহিদা সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং মানবিক সহায়তা সংক্রান্ত সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান খুঁজে বের করতে পারে। সৃজনশীলতা উদ্দীপ্ত করে এবং কমিউনিটির সহজাত উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে, আমরা এমন একটি মানবিক সহায়তা ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছি যা স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত, প্রাসঙ্গিক, নমনীয় এবং পন্থা ও আচরণে পরিস্থিতি-নির্ভর।

কমিউনিটি-লেড ইনোভেশন পার্টনারশিপ

এলরহা এবং এশিয়ান ডিজাস্টার রিডাকশন অ্যান্ড রেসপন্স নেটওয়ার্ক (এডিআরআরএন)-এর সহযোগিতায় ২০২০ সালে চালু হওয়া **কমিউনিটি-লেড ইনোভেশন পার্টনারশিপ** (সিএলআইপি) তার কর্মপদ্ধতির কেন্দ্রে স্থাপন করে দুর্যোগে আক্রান্ত কমিউনিটিগুলোকে, আর **তাদের সবচেয়ে জরুরি চাহিদাগুলো শনাক্ত করতে এবং মানবিক সহায়তা খাতের নানা সমস্যার স্থানীয় ও পরিস্থিতিভিত্তিক সমাধান তৈরি করতে সক্ষম করে তোলে**। কমিউনিটির উদ্ভাবকদেরকে তাদের প্রদত্ত সমাধানের বিকাশ, পরীক্ষা ও ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের জন্য উপযোগী সমাধান নিয়ে আসতে পারার জন্য অর্থ সংস্থান, উদ্ভাবনী কারিগরি সহায়তা এবং নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ প্রদান করা হয়।

গুয়াতেমালায় সিএলআইপি চালু রয়েছে এবং এই কর্মসূচিতে পদ্ধতিগত পরিবর্তন

এনে একে ডিআরসি ও ভারতের হাব কর্তৃক চালু করার উপযোগী করা হয়েছে।

গুয়াতেমালায় কমিউনিটির নেতৃত্বে উদ্ভাবন

স্টার্ট নেটওয়ার্কের গুয়াতেমালা হাবের পক্ষে এএসইসিএসএ কর্তৃক পরিচালিত গুয়াতেমালার সিএলআইপি-এর লক্ষ্য হলো জলবায়ু সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আদিবাসী মায়া কমিউনিটিগুলোর তৈরিকৃত সমাধানগুলোকে লালনপালন করা।

২০২১ সালে এই উদ্যোগের প্রথম চক্রটি শুরু হয় কেন্দ্রীয় পাচায় অঞ্চলে। প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে সাতটি দলকে চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য বাছাই করা হয় এবং তাদেরকে আর্থিক ও বস্তুগত সহায়তা প্রদান করা হয়, যাতে তারা তাদের উদ্ভাবনী সমাধানগুলোর বিকাশ, পরীক্ষা ও বাস্তবায়ন করতে পারে। স্থানীয় নতুন উদ্ভাবনী ধারণার কিছু দৃষ্টান্ত ১৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

গুয়াতেমালার হাব নেতৃত্ব ও সহযোগিতা জোরদার করতে তাদের ২০২১ সালের প্রশাসনিক বৈঠক পেটেন বিভাগে আয়োজন করেছে।
© এএসইসিএসএ

প্রথম দলটিতে **৪৮%** উদ্ভাবকই ছিলেন নারী। এই উদ্ভাবকরা জানান যে এই কর্মসূচির ফলে তাদের আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রান্তিকীকরণের ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করে।

প্রাথমিক জরিপে দেখা গেছে যে কমিউনিটির **৭৫%** সদস্য মনে করে যে সিএলআইপি-এর সমাধানগুলোতে তাদের মতামতকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো তাদের চাহিদা মেটাতে পারবে। এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত সকল উদ্ভাবক জানান যে এই কর্মসূচি তাদের নতুন জ্ঞান, আনন্দ, অঙ্গীকার ও অনুপ্রেরণার অনুভূতি প্রদান করেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, এই কর্মসূচি অংশগ্রহণমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে যেখানে সবার অভিমতকেই গুরুত্বসহকারে শোনা হয়েছে। এর মাধ্যমে এটাও স্পষ্ট হয় যে, কমিউনিটিগুলোকে যদি সঠিক সময় ও স্থান দেওয়া হয় তারা ঠিকই সঠিক সমাধান খুঁজে বের করতে পারে এবং সেগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

৭৫% কমিউনিটির সদস্য মনে করে তাদের চাহিদাগুলোকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে

আমাদের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল তার জন্য [আমি] কৃতজ্ঞ, [এবং] আমি যা শিখেছি তাতে সন্তুষ্ট। এখন আমি যখন আমার কমিউনিটিতে যাই, আমি সবকিছুকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি। পাতায় আমি সার, খাবার দেখতে পাই। আমি এখন ভাবি, আমি কী ব্যবহার করতে পারি। এই কর্মসূচি আমার চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন এনেছে।

ক্লিপে যে উদ্ভাবককে দেখা যাচ্ছে
লাস লোমাস, সান মার্টিন হিলোটোপেকে, গুয়াতেমালা

ক্রাইসিস রেসপন্স অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ল্যাব

২০২১ সালে কমপ্লেক্সিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্লোবাল ফান্ড ফর কমিউনিটি ফাউন্ডেশনসের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্টার্ট নেটওয়ার্ক **ক্রাইসিস রেসপন্স রেজিলিয়েন্স ল্যাব** নামে দুই সপ্তাহব্যাপী একটি পদক্ষেপ-কেন্দ্রিক উদ্ভাবনী কর্মসূচি চালু করে। মানবিক সমস্যাগুলোর সমাধান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা আরো বেশি নমনীয় ভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে ও শিখেছে; এগুলো মানবিক সহায়তা খাতকে একটি উন্নত ও আরো জবাবদিহিতামূলক খাতে পরিণত করার জন্য জরুরি গুণাবলী।

এই কোর্সে সারা বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ১০০ জনেরও বেশি লোক **১৩টি দলে** বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক দলই উদ্ভাবন ও মানবিক সহায়তার উপর কারিগরি সহায়তা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞান প্রদান করার যোগ্যতাসম্পন্ন দুইজন প্রশিক্ষকের সঙ্গে কাজ করে। দলগুলো নানা রকম চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে এবং প্রত্যেক দল যেসব সমস্যার সমাধান করতে চায় এবং যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে চায় সেগুলোকে সংজ্ঞায়িত করে। পরবর্তীতে তারা প্রাথমিক মডেল বা প্রোটোটাইপগুলোর ধারণা তৈরি করে, যতবার সম্ভব ততবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, এবং প্রোটোটাইপগুলোর উন্নতি কল্পে প্রাপ্ত মতামতকে কাজে লাগায়। এই কর্মসূচী থেকে যেসব প্রোটোটাইপ তৈরি করা হয় তার মধ্যে রয়েছে ঘানায় নদীর পানি উপচে বন্যা ঘটা হ্রাস এবং গুয়াতেমালায় দুর্যোগে অত্যন্ত নাজুক লোকেদের কাছে পৌঁছা।

ল্যাবটি লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে প্রচলিত মানবিক সহায়তা ব্যবস্থার অনমনীয়তা ও আমলাতান্ত্রিকতার অবসান ঘটানো এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিগুলোকে কেন্দ্রে রেখে দীর্ঘমেয়াদী মানবিক সাড়াপ্রদান ব্যবস্থা প্রণয়ন। ক্রাইসিস রেসপন্স রেজিলিয়েন্স ল্যাবে দলগুলো নানা পরীক্ষা ও পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কাজের পদ্ধতি নতুন করে ভাবতে, নতুন চর্চা তৈরি করতে, সম্পর্ক গড়ে তুলতে, এবং পেশাগত ও ব্যক্তিগতভাবে বিকশিত হতে সক্ষম হয়।

সহায়সম্পদ

আমরা নিশ্চিত করি যে, **নমনীয় সম্পদ** (অর্থ, প্রযুক্তি, জ্ঞান) **যেন স্থানীয় সংস্থাগুলোতে যায়** এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

৩০,৯৩,৬৯১ পাউন্ডের মধ্যে* যা হাবসমৃদ্ধ দেশগুলোতে গেছে

২৩%

সেটা সরাসরি গেছে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও সদস্যদের কাছে।

এর মধ্যে রয়েছে অনুদানের জিম্মাদার হিসাবে সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে দ্বারা পরিচালিত কর্মসূচির মাধ্যমে আসা তহবিল।

সুদানের বলু নাইল অঞ্চলে বন্যার আশঙ্কায় নতুন নর্দমা খনন।
স্টার্ট ফান্ড অ্যালার্ট নং ৫২৯, ২০২১
© সেভ দ্য চিলড্রেনের সুদান দপ্তর

তহবিলগুচ্ছ

স্টার্ট ফান্ডসমূহ ও স্টার্ট রেডি-এর মাধ্যমে আগেভাগে ও দ্রুত অর্থায়ন

স্টার্ট নেটওয়ার্কের তহবিল গুচ্ছের মধ্যে দুর্যোগের পূর্বাভাস ও সাড়াদানের জন্য এক প্রস্ত আর্থিক হাতিয়ার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমাদের সবচেয়ে পরিচিত ব্যবস্থা হলো **স্টার্ট ফান্ড**, যা অলক্ষিত, ছোট থেকে মাঝারি ধরনের দুর্যোগের ব্যাপারে আগাম ও দুর্যোগের প্রতিক্রিয়ায় সাড়াদানের মানবিক সহায়তা কর্মসূচিতে অর্থায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। ২০২১ সালে বৈশ্বিক ও জাতীয় স্তরে স্টার্ট ফান্ডগুলো দুর্যোগে আক্রান্ত ও দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা **২০ লাখেরও বেশি মানুষের** কাছে পৌঁছায়। একই বছরে আমরা চালু করি **স্টার্ট রেডি** নামে এক অভিনব আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলা ব্যবস্থা, যা বিশ্বজুড়ে আসন্ন দুর্যোগের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা উপযোগী আগাম অর্থায়ন প্রদান করে। এসব সমাধান একত্রে দুর্যোগ প্রস্তুতির একটি পথ তৈরির অনুঘটক হিসাবে কাজ করে, স্থানীয় নেতৃত্বে আগেভাগে পদক্ষেপ নিয়ে কমিউনিটিগুলোকে আরো প্রতিকূলতা-সহিষ্ণু করে তোলে।

আমাদের অর্থায়ন প্রদানের হাতিয়ারগুলো পরিচালনা করে সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে, যা আবার স্টার্ট নেটওয়ার্কের অনুদানের জিম্মাদার।

স্টার্ট ফান্ডস

ছোট থেকে মাঝারি আকারের দুর্যোগ, দীর্ঘস্থায়ী মানবিক দুর্যোগে দ্রুত, নমনীয় তহবিল সরবরাহ করে এবং আসন্ন দুর্যোগের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণ করে।

স্টার্ট রেডি

একটি নতুন পরিষেবা যা উদ্ভাবনী ঝুঁকি বিশ্লেষণ, সামষ্টিক পরিকল্পনা ও আগাম অর্থায়নের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসন্ন দুর্যোগের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা উপযোগী অর্থায়ন প্রদান করে।

স্টার্ট রেডি-র সূচনা

২০২১ সালে আমরা স্টার্ট-রেডি নামে একটি নতুন আর্থিক ব্যবস্থা চালু করি, যার মাধ্যমে মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ডের সামনের সারির ব্যক্তি/সংস্থা আগেভাগে দুর্যোগের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা অনুযায়ী অর্থায়ন পাবে। এই অনন্য ব্যবস্থা জাতীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওগুলোকে আসন্ন দুর্যোগের ধাক্কা সামাল দেওয়ার প্রস্তুতি হিসাবে যৌথভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও পরিমাপ করার ক্ষমতা প্রদান করে।

দুর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়ন পদ্ধতির (ডানে দেখুন) উপর ভিত্তি করে নির্মিত স্টার্ট রেডি কর্মসূচিতে বিমা, আর্থিক ও মানবিক খাতের উত্তম অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে বিপদ ও ঝুঁকি মডেলিংয়ের সমন্বয় ঘটেছে; স্টার্ট রেডি অর্থায়ন প্রচলিত মানবিক সহায়তা ব্যবস্থায় অর্থায়নের চেয়ে তিনগুণ পর্যন্ত প্রসারিত করার সুযোগ করে দেয়।

এর পাশাপাশি, ২০২১ সালে আমরা আমাদের দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত অর্থায়ন কর্মসূচিকে তিনটি দেশ থেকে আটটি দেশে সম্প্রসারিত করি; বর্তমানে সক্রিয় ডিআরএফ কর্মসূচি রয়েছে **মাদাগাসকার**, **পাকিস্তান** ও **সেনেগালে**, আর বিকাশমান ডিআরএফ কর্মসূচি রয়েছে **বাংলাদেশ**, **ডিআরসি**, **কেনিয়া**, **ফিলিপাইন**, ও **জিম্বাবুয়েতে**। স্টার্ট রেডি একে আরো এগিয়ে নিবে আর তা করবে ডিএরএফ-সম্বলিত দেশগুলোকে তাদের বর্তমান ঝুঁকির মডেল ও পরিকল্পনা অনুসারে পারস্পরিক সহযোগিতার আওতায় নিয়ে আসতে সহায়তা করে এবং তাদের পোর্টফোলিও-তে অন্যান্য ডিআরএফ অর্থায়নের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। অন্যান্য দেশে স্টার্ট নেটওয়ার্ক তার সদস্যদের একটি ডিআরএফ ব্যবস্থা তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে (নিচে বিল্ডিং ব্লকস অংশটি দেখুন), যা দুই বছর পর্যন্ত সময় নিতে পারে। স্টার্ট রেডি চালু হয়ে গেলে এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত করার জন্য সদস্যরা আবেদন করতে পারবে।

২০২১ সালে জাতিসংঘের ২৬তম কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ (সিওপি২৬)-এ স্টার্ট নেটওয়ার্ক তার স্টার্ট রেডি কর্মসূচি চালু করে। প্রতিষ্ঠান, সরকার ও ব্যক্তিগত জনহিতৈষী সংগঠনের আগ্রহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে স্টার্ট রেডি ২০২১ সালের শেষ নাগাদ পাঁচটি দাতার কাছ থেকে সহযোগিতার অঙ্গীকার পায়: **মার্গারেট এ কারগিল ফিলানথ্রোপিজ**, **আইকিয়া ফাউন্ডেশন**, **আইরিশ এইড**, **ইউরোপ** ও **পররাষ্ট্র বিষয়ক ফরাসি মন্ত্রণালয়**, এবং **নেদারল্যান্ডের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়**। ২০২২ সালের মে মাস থেকে এটি চালু হবে।

> **স্টার্ট রেডি হলো স্টার্ট নেটওয়ার্কের আরেকটি উদ্ভাবনী কর্মসূচি যা আফ্রিকার স্থানীয় কমিউনিটির জন্য দ্রুত আসন্ন দুর্যোগ সংক্রান্ত অর্থায়ন করবে। এটি আফ্রিকান রিস্ক ক্যাপাসিটির (এআরসি) বর্তমান রূপরেখার নিখুঁত পরিপূরক; এআরসি রেপ্লিকার মাধ্যমে এটি সামষ্টিক (ম্যাক্রো) স্তরের দেশগুলো, মানবিক সহায়তা সংস্থা এবং এনজিওগুলোকে বিমা সুরক্ষা প্রদান করে, যার ফলে সবচেয়ে নাজুক জনগোষ্ঠীগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতা জোরদার হয়।**
>
> **লেসলি নডলোভু**
> সিইও, আফ্রিকান রিস্ক ক্যাপাসিটি লিমিটেড

দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত অর্থায়ন

দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত অর্থায়ন (ডিআরএফ) হলো মানবিক সহায়তার একটি পন্থা, যা আগেভাগে পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব করে তোলে—এর পিছনে এই বোঝাপড়া কাজ করে যে দুর্যোগ ঘটার আগেই পদক্ষেপ নিলে আরো জীবন, জীবিকা ও তহবিল বাঁচানো যেতে পারে। ডিআরএফ কর্মসূচির **তিনটি মূল উপাদান** রয়েছে:

- **বিজ্ঞান ও উপাত্তের সাহায্যে** আগাম ঝুঁকির মডেল ও পরিমাণ নির্ধারণ করা;
- **বিভিন্ন কমিউনিটিকে সহায়তার জন্য যেসব সাড়াদান কর্মকাণ্ড করা হবে তার প্রাক-পরিকল্পনা ও প্রাক-ব্যয়** নির্ধারণ;
- পূর্ব-সম্মত প্রোটোকল **অনুযায়ী আগাম অর্থায়ন** করা যাতে নির্দিষ্ট শর্তাবলী পূরণ করা হলে দ্রুত তহবিল ছাড় দেওয়া যায়।

এই তিন উপাদান তহবিল গুচ্ছে ডিআরএফ ব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি করে।

বিল্ডিং ব্লকস ফ্রেমওয়ার্ক

বিল্ডিং ব্লকস ফ্রেমওয়ার্ক একটি উদ্ভাবনী শিখন ও রসদ যা সংস্থাগুলোকে তাদের দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত অর্থায়নের নীতির ভিত্তিতে দুর্যোগের জাতীয় প্রস্তুতি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করে। এছাড়া, এটি দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত অর্থায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা, দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে সহযোগিতা ও জ্ঞানের আদান-প্রদান সম্ভব করে তুলছে।

সিবি অঞ্চলে তাপদাহের প্রভাব থেকে জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য অস্থায়ী শীতলীকরণ স্টেশন স্থাপন। পাকিস্তান ডিআরএফ কর্মসূচি, ২০২১
© ব্রাইট স্টার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি বেলুচিস্তান (বিএসডিএসবি)

পাকিস্তানের হাবে দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত অর্থায়ন

পাকিস্তান নানা ধরনের বিপদ ও জলবায়ু ধাক্কার সম্মুখীন, যা আগামী দশকগুলোতে আরো বাড়বে বলে পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। পাকিস্তান হাবের ডিআরএফ ব্যবস্থা সদস্যদেরকে আসন্ন বন্যা, খরা বা তাপদাহ সম্পর্কে পূর্বাভাস পাওয়ার এবং আসন্ন ঘটনার তীব্রতার উপর নির্ভর করে প্রাক-সম্মত তহবিল ছাড় দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। পাকিস্তান হাবের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সদস্যরা বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিপক্ষ, সারা বিশ্বের বিশেষজ্ঞ জল-আবহাওয়াবিদ এবং আরো অনেকের সঙ্গে স্থানীয় নেতৃত্বে চালিত, স্থানীয় বাস্তবতায় প্রাসঙ্গিক, পুনরাবৃত্তিমূলক ডিআরএফ ব্যবস্থা তৈরি করার জন্য কাজ করছে, যে ব্যবস্থা শিক্ষণীয় বিষয়াদি ও উত্তম অনুশীলন গ্রহণ করে (কেস স্টাডি দেখুন)।

২০২১ সালে হাবটির ডিআরএফ ব্যবস্থা পাঁচ বার ব্যবহার করা হয়; তাপদাহের জন্য চারবার এবং খরার জন্য একবার; মোট অর্থ ছাড় দেওয়া হয় ৪,৫১,০৭৪ পাউন্ড। এর অর্থ হলো, **২৯,৭৫,৮২৬ জনকে** সরাসরি সুরক্ষা ও প্রণোদনার মাধ্যমে তাপদাহ ও খরা শুরু হওয়ার আগে এবং দুর্যোগের সময় ত্রাণ হিসাবে সহায়তা দেওয়া হয়।

শীতকালীন ফসল ও চারণভূমি নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে, পাকিস্তান হাব পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে শীতকালীন ফসল উৎপাদনের মৌসুমে খরাকবলিত কৃষি এলাকাকে ডিআরএফের আওতায় নিয়ে আসে। এই হাব ২০২১ সালে খরার প্রেক্ষিতে অর্থ অবমুক্ত করে এবং শিশু ও বাচ্চাদের খাবার, বীজ বিতরণ এবং কৃষি সরঞ্জাম বিতরণের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে **২০,৬৩৩ জনের** কাছে পৌঁছায়।

কেস স্টাডি: পাকিস্তানে আসন্ন তাপদাহ

পাকিস্তান হাবের ডিআরএফ কর্মসূচি থেকে তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে **ব্রাইট স্টার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি বেলুচিস্তান** ২০২১ সালের জুন মাসে পাকিস্তানের সিবিতে পূর্বাভাসকৃত একটি তাপদাহ মোকাবেলা করে। গরমের সময় সুস্থ থাকার জন্য কেমন আচরণ করা উচিত সেই বিষয়ে সংস্থাটি প্রচারণা চালায় এবং শীতলীকরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে যেখানে লোকেরা ঠাণ্ডা পানি পান করতে ও বিশ্রাম নিতে পারে।

কমিউনিটির প্রদত্ত মতামত থেকে ভবিষ্যতের সহায়তা কীভাবে উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়। এই প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের কিছু মূল বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হলো:

১ যারা পড়তে পারে না তাদের অবহিত করার জন্য অডিও বার্তা ব্যবহার করা যেতে পারে।

২ নারী ও কন্যা শিশুর প্রবেশাধিকারের উন্নতি ঘটাতে নারী-বান্ধব পরিসর নির্দিষ্ট করে দেওয়া যেতে পারে।

৩ ২০২১ সালের তাপদাহের জন্য ২০ দিনের প্রকল্প সময়সীমা যথেষ্ট ছিল না বলে কেন্দ্রগুলো বর্ধিত সময়ের জন্য খোলা রাখা যেতে পারে।

অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে সৎ প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের মাধ্যমে এই হাব এখন দুর্যোগের ব্যাপারে এমনভাবে সাড়াদান করতে পারবে যা সফলতা ও আস্থা বাড়ানোর জন্য কমিউনিটির

আমরা সামনের বার একজন নারী কর্মী নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করছি, যাতে শীতলীকরণ কেন্দ্রে আসা নারীরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হন। নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রাখার জন্য শীতলীকরণ কেন্দ্রকে একটি বিভাজক দিয়ে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এটি বাসস্টপে নারীদের প্রতীক্ষাকালীন আলাদা জায়গা থাকবে।

নাসির চান্না
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ব্রাইট স্টার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি বেলুচিস্তান (বিএসডিএসবি)

স্টার্ট ফান্ড

নেটওয়ার্কের সদস্যদের মালিকানাধীন ও পরিচালিত সাড়াদান তহবিলগুলো স্টার্ট রেডির পরিপূরক হিসাবে কাজ করে মূলত তিন ধরনের মানবিক চাহিদা-কেন্দ্রিক দ্রুত সাড়াদান তহবিল সরবরাহ করার মাধ্যমে; সেগুলো হলো: ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি আকারের দুর্যোগের জন্য স্বল্প তহবিল, আসন্ন দুর্যোগের পূর্বাভাস এবং দীর্ঘস্থায়ী মানবিক দুর্যোগ বৃদ্ধি। **সংস্থাগুলো দুর্যোগের অ্যালার্ট জারি করার ৭২ ঘন্টার মধ্যে** তহবিল অবমুক্ত করা হয়, যার ফলে স্টার্ট ফান্ড বিশ্বব্যাপী অন্যতম দ্রুত মানবিক সহায়তা অর্থায়ন ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

বৈশ্বিক স্টার্ট ফান্ড

বৈশ্বিক স্টার্ট ফান্ড ২০২১ সালে ৩০টি দেশে ৫৮টি দুর্যোগ অ্যালার্টের প্রেক্ষিতে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম করতে সক্ষম হয়।

> **গত পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় অত্যন্ত নাজুক ও ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে স্টার্ট ফান্ডের কারণে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। [এসব] কমিউনিটি (বিভিন্ন কারণে) দেশের মানবিক সহায়তা খাতের মূলধারার চ্যানেল ও ব্যবস্থা থেকে বাদ পড়ে রয়েছে।**
>
> হিউম্যানিটারিয়ান প্রোগ্রাম ম্যানেজার—লাতিন আমেরিকা অ্যান্ড দ্য ক্যারিবিয়ান (এলএসি)
> হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল, এইজ ইন্টারন্যাশনালের বাস্তবায়ন অংশীদার

স্টার্ট নেটওয়ার্কের ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বিস্তৃত সদস্যদের জন্য বৈশ্বিক স্টার্ট ফান্ড আরো বেশি সহজলভ্য হয়ে উঠতে ক্রমাগত বিবর্তিত হচ্ছে, যা আরো বেশি করে স্থানীয়-নেতৃত্বে চালিত মানবিক সহায়তা কাজ করা সম্ভব করে তুলছে। ২০২১ সালে আমরা বৈশ্বিক স্টার্ট ফান্ড পরিচালনার প্রোটোকলের পর্যালোচনা করি যাতে স্থানীয় ও জাতীয় সদস্যদের কাছে এগুলো আরো বেশি সহজলভ্য করা যায়। এই পর্যালোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় একাধিক পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়, যা আমরা বাস্তবায়ন ও পরীক্ষা করতে শুরু করেছি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ২০২২ সালেও অব্যাহত থাকবে।

আমরা একটি পরিবর্তন বাস্তবায়িত করতে শুরু করেছি, সেটা হলো: অ্যালার্ট সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর প্রতিনিধিরা এখন তহবিল বরাদ্দের বৈঠকে অংশ নেন এবং দুর্যোগ সম্পর্কে স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেন, যার ফলে সিদ্ধান্তগুলো আরো বেশি ভারসাম্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠা সহজতর হয়। আরেকটি পরিবর্তন হলো স্টার্ট ফান্ড প্রকল্পগুলোর মেয়াদ ৪৫ দিনের বেশি বাড়ানো; বিস্তারিত পৃষ্ঠা ৩৬-এ।

২০২১ সালে আমরা স্টার্ট ফান্ডের মাধ্যমে আগাম পদক্ষেপ গ্রহণকে জোরদার করার নীতিকৌশল গ্রহণ করি। এই নীতিকৌশল নানা ধরনের আগাম পদক্ষেপের ব্যাপারে আরো পথনির্দেশ প্রদান করে; এই ফান্ড থেকে আগাম পদক্ষেপের অর্থায়ন করা যেতে পারে এবং দুর্যোগের আগাম অ্যালার্ট জারি করতে সদস্যদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে নির্দেশিত ব্যয় প্রদর্শন করে।

একই বছরে স্টার্ট ফান্ড থেকে আমরা পূর্বাভাস করার সরঞ্জাম সংক্রান্ত অনুদান চালু করি। এসব অনুদান সদস্য ও তাদের অংশীদারদের উপাত্ত ও তথ্য সরঞ্জাম বিকাশের জন্য সহায়সম্পদ সরবরাহ করে, যা ঝুঁকি তদারকি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় এবং আগাম পদক্ষেপ গ্রহণকে ত্বরান্বিত করে। স্টার্ট নেটওয়ার্কের সদস্যদের জন্য সিয়েরা লিওনে বন্যা নিয়ে কাজ করতে, ইরাকে পানির ঘাটতি মোকাবেলায়, পেরুতে খরা মোকাবেলায় এবং ফিলিপাইনে ডেঙ্গু মোকাবেলায় এবং ভূমিধসের প্রভাব হ্রাস করার জন্য **ক্রাইসিস অ্যান্টিসিপেশন টুল গ্রান্ট** প্রদান করা হয়।

২০২১ সালে প্রকাশিত স্টার্ট ফান্ডের একটি বহিঃস্থ মূল্যায়ন অনুযায়ী, সকল দেশে এবং বিশ্বজুড়ে অধিকাংশ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী কর্তৃক উল্লেখিত স্টার্ট ফান্ডের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিলো সদস্য-নেতৃত্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল স্থানীয় জ্ঞানের মূল্য দেওয়া।

স্টার্ট ফান্ডগুলোর নৈপুণ্যের চুম্বকাংশ

স্টার্ট ফান্ডগুলোর মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা ও ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন

বৈশ্বিক স্টার্ট ফান্ড

১০,৮৯,২৪৩ নারী ও মেয়ের কাছে পৌঁছায়

৯,৬৩,৪৩৮ পুরুষ ও ছেলের কাছে পৌঁছায়

২০,৫২,৬৮১ লোকের কাছে পৌঁছায়

স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ

৮,৭৭৯ নারী ও মেয়ের কাছে পৌঁছায়

৮,৬১৭ পুরুষ ও ছেলের কাছে পৌঁছায়

১৭,৩৯৬ লোকের কাছে পৌঁছায়

স্টার্ট ফান্ড নেপাল

১৯,০০১ নারী ও মেয়ের কাছে পৌঁছায়

১৬,৬১৭ পুরুষ ও ছেলের কাছে পৌঁছায়

৩৫,৬১৮ লোকের কাছে পৌঁছায়

নগদ সহায়তা ব্যবহার করে এমন স্টার্ট ফান্ড প্রকল্পের শতকরা হার

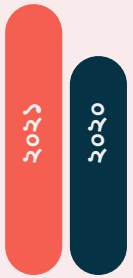

৪৮%

প্রকল্পে—যেগুলোতে বৈশ্বিক স্টার্ট ফান্ডের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়েছে, ২০২১ সালে নগদ সহায়তার ব্যাপার ছিল। ২০২০ সালে এই হার ছিলো **৪৪%**।

বিতরণের পরিমাণ

বৈশ্বিক স্টার্ট ফান্ড

১,৩১,১৯,৬৭৪ পাউন্ড
মোট বিতরণ

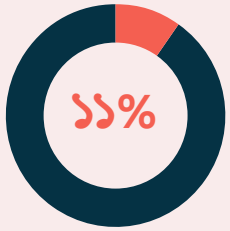

১৪,০০,৫৪৮ পাউন্ড
আগাম পদক্ষেপ

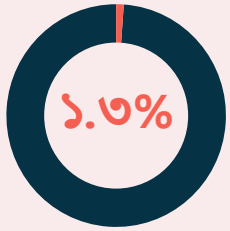

১,৭৯,৭৯৮ পাউন্ড
তহবিল সরাসরি এলএনজিওগুলোর কাছে বিতরণ

স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ

২,৪০,০০০ পাউন্ড
মোট বিতরণ

২,৪০,০০০ পাউন্ড
তহবিল সরাসরি এলএনজিওগুলোর কাছে বিতরণ

স্টার্ট ফান্ড নেপাল

৫,৮৯,৯৯৮ পাউন্ড
মোট বিতরণ

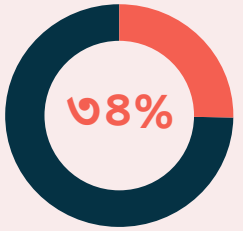

২,০০,০০০ পাউন্ড
আগাম পদক্ষেপ

২০২১ সালে স্টার্ট ফান্ড থেকে সরাসরি তহবিল পাওয়ার যোগ্য এলএনজিওর সংখ্যা ছিলো নিম্নরূপ: বৈশ্বিক স্টার্ট ফান্ডের আওতায় **১৫টি এলএনজিও**, স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশের আওতায় **২৭টি এলএনজিও** এবং স্টার্ট ফান্ড নেপালের আওতায় কোনো এলএনজিও নয়।

সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে হলো অনুদান স্বাক্ষরকারী এবং এটি স্টার্ট ফান্ডগুলো সহ স্টার্ট নেটওয়ার্কের বেশ কয়েকটি কর্মসূচির অনুদান জিম্মাদার হিসাবে কাজ করে।

কেস স্টাডি: ক্রাইসিস অ্যালার্ট ৫০০ সিরিয়া

ঝড়

২০২১ সালে সদস্যরা স্টার্ট ফান্ডের ৫০০তম দুর্যোগের অ্যালার্ট জারি করে; সেটা ছিলো সিরিয়ায় তীব্র ঝড় বিষয়ে।

সেই বছরের শেষ নাগাদ সিরিয়ার সংঘাতে প্রায় **৬৭ লাখ মানুষ** অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়, যাদের অনেকেই আশ্রয়ের অভাবে বা অস্থায়ী ক্যাম্প ও ভাঙ্গা দালানে কোনো রকমে বসবাস করতে থাকার কারণে ঝড়ের মধ্যে নাজুক অবস্থায় রয়েছেন।

৫০০তম স্টার্ট ফান্ড অ্যালার্ট প্রবল ঝড়-বৃষ্টি, তারপর তুষারপাতের উপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ইদলিব অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ার বেশ কয়েকটি ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া সংঘাতজনিত বাস্তুচ্যুত লোকজনের উপরও প্রভাব পড়েছিলো, ঝড়ের ফলে তাদের বহু আশ্রয়স্থল ও জিনিসপত্র ভেসে যায়, তার পাশাপাশি আশেপাশের রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ঝড়ের কয়েক দিনের মধ্যেই ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড ও স্টার্ট নেটওয়ার্কের আরেক সদস্য স্থানীয় একটি এনজিও অংশীদারের* সঙ্গে কাজ করে স্টার্ট ফান্ডের সহায়তায় ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিগুলোকে সাহায্য করে। এসব সংগঠন খাবার, কম্বল, তোষক ও প্লাস্টিক শিটের মতো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিতরণ করে। কোভিড-১৯ সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্থ লোকজনকে সচেতন করে তুলতে এসব সংগঠন কতগুলো দলগত সচেতনতামূলক অধিবেশন আয়োজন করে এবং প্রতিরোধমূলক তথ্য পরিবেশন করে।

*স্টার্ট নেটওয়ার্কের সদস্য এবং স্থানীয় অংশীদার পরিচয় গোপন রাখতে চায়।

সিরিয়ায় বাস্তুচ্যুত শিশু ও পরিবারগুলোকে শীতকালীন তীব্র ঝড়ের মধ্যে রান্না করা খাবার, খাবারের ঝুড়ি ও গরম করার সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে সহায়তা করা হয়। স্টার্ট ফান্ড অ্যালার্ট নং ৫০০, ২০২১
© ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড

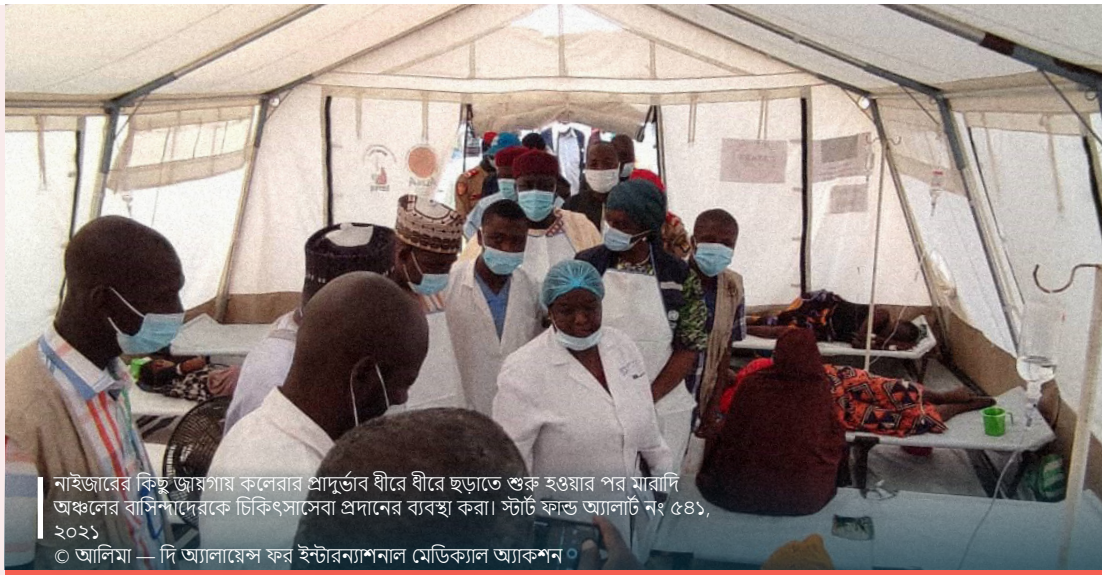

নাইজারের কিছু জায়গায় কলেরার প্রাদুর্ভাব ধীরে ধীরে ছড়াতে শুরু হওয়ার পর মারাদি অঞ্চলের বাসিন্দাদেরকে চিকিৎসাসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা। স্টার্ট ফান্ড অ্যালার্ট নং ৫৪১, ২০২১
© আলিমা — দি অ্যালায়েন্স ফর ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল অ্যাকশন

কেস স্টাডি: ক্রাইসিস অ্যালার্ট ৫৪১ নাইজার

কলেরা

নাইজারের মারাদি অঞ্চলে ২০২১ সালে কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। ২০২১ সালের ১৩ আগস্ট একটি স্টার্ট ফান্ড দুর্যোগ অ্যালার্ট জারির মাধ্যমে সদস্যরা **১০৭ জন আক্রান্ত হওয়ার এবং ৩ জনের মৃত্যুর** খবর জানায়। এসব তহবিল থাকার ফলে স্টার্ট নেটওয়ার্কের সদস্যরা চিকিৎসা সহায়তা ও পরিচর্যা, পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রম এবং সংক্রমণের বিস্তার অনুসরণে সহায়তা করার মাধ্যমে সাড়াদান করতে সক্ষম হয়।

জিওএএল কর্তৃক স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ, বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে তথ্য প্রচার, আইসোলেশন সাইট স্থাপন এবং পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক সামগ্রী সরবরাহের মতো সংবেদনশীলতা বাড়ানোর কার্যক্রম আয়োজন করা হয়। এসব প্রয়াসের মাধ্যমে **১১,৫৬০ জন আক্রান্ত মানুষকে** সহায়তা করা হয়।

অ্যালায়েন্স ফর ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল অ্যাকশন (আলিমা) কলেরা চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি ও মেরামত করে, আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করে এবং কলেরার বিস্তারের উপর নজরদারি জোরদার করে। আলিমা ৪৪ হাজার লোককে স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং পানি বিশুদ্ধকরণ সরঞ্জামও **[ক্লোরিনেশন কিট] সরবরাহ করে।**

কেস স্টাডি: ক্রাইসিস অ্যালার্ট ৫১১ কলম্বিয়া

সংঘাত

২০২১ সালের ২১ মার্চ আপুরে প্রদেশের লা ভিক্টোরিয়াতে কলম্বিয়ার বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনী ও ভেনেজুয়েলার সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সহিংস সংঘাতের ফলে ৫ হাজারেরও বেশি লোক অভিবাসন করতে বাধ্য হয়। এই সহিংসতায় বোমা হামলা, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও বাড়ি বাড়ি অভিযান চালানো হয়। বহু বাস্তুচ্যুত অধিবাসী খাদ্য, আশ্রয়, সহায়তা এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা থেকে বাঁচতে কলম্বিয়ার আরাওকিতা শহরে পালিয়ে যায়।

একটি স্টার্ট ফান্ড সক্রিয় করার পর, সাড়াদানের জন্য **কম্যুনিদাদেস হুদিয়াস এন মেহিকোকে (কাদেনা)**—ওয়ার্ল্ড ভিশন ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায়—তহবিল প্রদান করা হয়। আরাওকিতা শহরে কাদেনা বাস্তুচ্যুত লোকেদের খাদ্য, মাদুর, আশ্রয় সামগ্রী, কোভিড-১৯-এর জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, এবং নবজাতক, শিশু ও নারীদের জন্য খাদ্যব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করে সহায়তা করে। সংস্থাটি চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে বিনামূল্যে পরামর্শ এবং ক্ষতিগ্রস্থ শিশুদের জন্য মনস্তাত্ত্বিক সহায়তার ব্যবস্থা করে। মোট **৪,৪৩৪ জনের** কাছে সহায়তা পৌঁছে।

> **Acudir a donantes más grandes tiende a ser difícil cuando se esta ante crisis que no tienen gran visibilidad. Sin embargo, la experiencia con Start nos permitió sistematizar la información, entender las necesidades, dar una ayuda inmediata, lo que nos facilitará elevar una petición futura a otros donantes para continuar con la respuesta.**
>
> (দুর্যোগ মোকাবেলার কাজ খুব বেশি দৃশ্যমান না হলে বড় দাতাদের কাছে পৌঁছানো কঠিন। তবে, স্টার্ট ফান্ডের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে পদ্ধতিগতভাবে তথ্যজ্ঞাপন, চাহিদা বোঝা, তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদানের সুযোগ করে দিয়েছে, যা এই সাড়াদান কাজ অব্যাহত রাখার জন্য আরো দাতার কাছে আগামীতে অনুরোধ জানানো সহজ করে তুলবে।)
>
> **পাওলা আন্দ্রেয়া ল্যাসো**
> ম্যানেজার, গ্রান্টস অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ওয়ার্ল্ড ভিশন, কলম্বিয়া

কলম্বিয়ার আরাকুইটায় আসন্ন সশস্ত্র সংঘাতের মুখে বাস্তুহারা পরিবারগুলোর মাঝে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার কিট ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ। স্টার্ট ফান্ড অ্যালার্ট নং ৫১১, ২০২১
© কাদেনা

জাতীয় স্টার্ট ফান্ড

স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ

স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ (এসএফবি) একটি জাতীয় তহবিল, যা এর সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত, মানবিক দুর্যোগে আক্রান্ত কমিউনিটির কাছে দায়বদ্ধ, এবং যেটির উদ্দেশ্য হলো জীবন, জীবিকা ও মর্যাদা রক্ষা করা। তহবিলটি বাংলাদেশে সক্রিয় **৪৭টি আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় সংস্থা** দ্বারা পরিচালিত; এটি দুর্যোগে আক্রান্ত লোকজন এবং দেশীয় পর্যায়ে সিভিল সোসাইটি সংস্থার কাছে সিদ্ধান্তগ্রহণকে নিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত। **লালমনিরহাট, রংপুর ও নীলফামারীতে আকস্মিক বন্যা এবং গাজিপুরের টঙ্গীতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা মোকাবেলায় সাড়াপ্রদান করতে ২০২১ সালে এসএফবি-এর সকল তহবিল সরাসরি স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থাগুলোকে প্রদান করা হয়।**

২০২১ সালে এসএফবি একটি পরীক্ষামূলক (পাইলট) প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, যা কমিউনিটির নেতৃত্বে প্রতিকূলতা-সহিষ্ণুতা ও অবকাঠামো-কেন্দ্রিক দীর্ঘমেয়াদী কর্মকাণ্ড পরিচালনা সম্ভব করে তোলে এবং প্রকল্পটি বন্যা-সংশ্লিষ্ট একটি উদ্যোগের নির্ধারিত ৪৫ দিনের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর বাস্তবায়ন করা হয়।

এছাড়াও এটি স্টার্ট নেটওয়ার্কের মধ্যে এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে কর্মসূচি-কেন্দ্রিক নতুন নতুন অংশীদারিত্ব তৈরি, সিভিল সোসাইটি সমন্বয় গ্রুপগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, বাংলাদেশের বিভিন্ন গুচ্ছ জুড়ে স্থানীয় সক্রিয়তা বিষয়ে প্রচারণা চালানো অব্যাহত রাখে।

এসএফবি-এর দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত অর্থায়ন কর্মসূচি বন্যাদুর্গত নাজুক কমিউনিটির জন্য একটি প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে; প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থাটি **ফোরওয়ার্ন** * **বাংলাদেশের** অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই দল বন্যার মডেল ও আপৎকালীন পরিকল্পনার ব্যাপারে স্থানীয় কমিউনিটির অভিজ্ঞতা জানার জন্য একটি ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং একটি খানাভিত্তিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পরিচালনা করে।

এসএফবি-এর সদস্যবৃন্দ নানা ধরনের সংকটের জন্য প্রোটোকল তৈরিতেও সহায়তা করেছে যাতে দুর্যোগ ঘটার আগেই এসএফবি-এর মাধ্যমে সদস্যবৃন্দ তহবিল পেতে পারে সে লক্ষ্যে একটি কাঠামো বিদ্যমান থাকে।

*ফোরওয়ার্ন সম্পর্কে আরো জানতে দেখুন পৃষ্ঠা ৪০

> **বাংলাদেশের মানবিক সহায়তা খাতে যে সমস্যাটা অনেকক্ষেত্রে উদ্বেগজনক তা হলো, স্থানীয় সংস্থাগুলোর উপর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি চাপিয়ে দেওয়া হয়, আর তারা সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির চাহিদা ও প্রত্যাশা, বা কোনো পরিস্থিতিতে জরুরি বিষয়গুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সেসব বিবেচনা না করেই দাতাদের তৈরি ও পরিকল্পিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হয়। স্টার্ট নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্তির মাধ্যমে আমরা [...] এমন একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছি যেখানে নিজেদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে প্রকল্প পরিকল্পনা করা এবং সর্বোত্তম করণীয় স্থির করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা আমাদের আছে।**
>
> সিনা চৌধুরী
>
> পিপলস অরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পিওপিআই), বাংলাদেশ-এর সহকারী পরিচালক

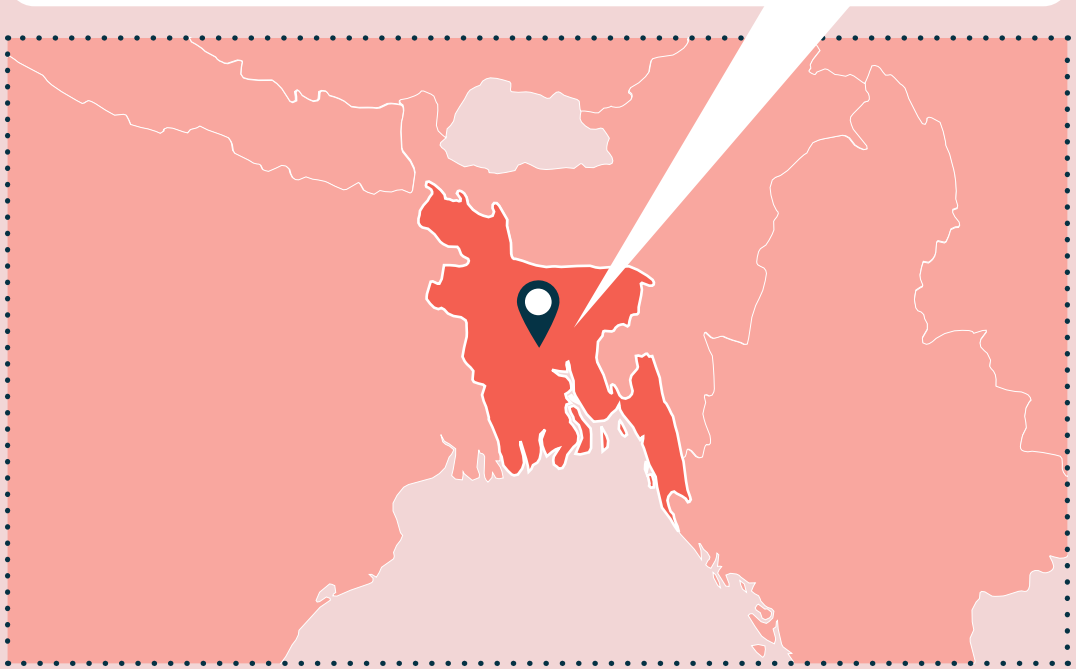

জাতীয় স্টার্ট ফান্ড

স্টার্ট ফান্ড নেপাল

২০২১ সালে যাত্রা শুরু করার পর থেকে স্টার্ট ফান্ড নেপাল বন্যা মোকাবিলায় দ্রুত সাড়াপ্রদান এবং শৈতপ্রবাহের ব্যাপারে একটি আগাম সতর্কতা (অ্যান্টিসিপেটরি অ্যালার্ট) জারিতে সহায়তা দিয়েছে।
© স্টার্ট ফান্ড নেপাল

বাংলাদেশে স্টার্ট ফান্ডের ব্যাপক প্রভাব এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সড়াপ্রদানে সক্ষম জাতীয় আপৎকালিন তহবিল হিসাবে ভূমিকা রাখতে দেখা গেছে; বাংলাদেশে স্টার্ট ফান্ডের এই মডেলের উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে **২১টি এনজিওর** সঙ্গে যৌথভাবে স্টার্ট ফান্ড নেপাল (এসএফএন) তৈরি করা হয়। ২০২১ সালের জুন মাসে এই তহবিল গঠনের আগে এসব সংগঠন একগুচ্ছ কর্মশালার আয়োজন করে। সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে এসএফএন জাতীয়ভাবে পরিচালিত পদ্ধতি অবলম্বন করে; এতে ছয়টি স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও ভূমিকা রাখে, যেগুলো তহবিলের প্রতিষ্ঠার পর থেকে এতে এখনও স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে চলেছে।

এসএফএন-কে সহায়তা করেছে এমন একটি জাতীয় এনজিও হলো **নেপালি টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স গ্রুপ (এনটিএজি)**। এনটিএজি-এর নির্বাহী পরিচালক দীপক থাপা এই কর্মসূচির প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন:

> **"স্টার্ট ফান্ড নেপাল-এর সবচেয়ে লক্ষণীয় ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্দশা লাঘবে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া। এনটিএজি এবং আমার দল এই মহান উদ্যোগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ভবিষ্যতে আরো বেশি অবদান রাখতে চাই।"**

২০২১ সালে এসএফএন চারটি দুর্যোগ অ্যালার্ট* সক্রিয় করে, যার ফলে পূর্বাভাস ও সাড়াপ্রদান বিষয়ক প্রকল্পের জন্য **৫,৮৯,৯৯৮ পাউন্ড** অর্থ বিতরণ করা হয়। নেপালের ১৪টি জেলায় বন্যা ও শৈত্যপ্রবাহের কারণে **৩৫ হাজারেরও বেশি মানুষকে** সাহায্য করার জন্য স্টার্ট নেটওয়ার্ক সদস্য ও অংশীদাররা এই তহবিল ব্যবহার করতে সক্ষম হন।

* অ্যালার্ট নং এন-০৪ সক্রিয় করা হয় ২০২১ সালের ২৯ ডিসেম্বর, আর তাই ২০২২ সালের ১ জানুয়ারির আগে তহবিল বিতরণ করা হয়নি।

সেভ দ্য চিলড্রেনের সঞ্জীব কুমার শাক্য ২০২১ সালে গৃহীত কাজের বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> **"নেপালে স্টার্ট ফান্ডের ভিত্তি স্থাপনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশা করি, জাতীয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং দাতাদের সহযোগিতা এবং আইএনজিও ও এনজিওদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির কারণে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়াপ্রদানের জন্য এই প্রক্রিয়া আগামী বছরগুলোতে সফলভাবে অব্যাহত থাকবে।"**

সিন্ধুপালচকের হেলাম্বুতে বন্যার প্রেক্ষিতে স্টার্ট ফান্ড নেপাল কর্তৃক সময়মতো অ্যালার্ট জারি বিষয়ে কেয়ার-এর সুরাজ শ্রেষ্ঠা বলেন:

> **"আমরা দ্রুত ও আগাম সাড়াপ্রদান করছি, তাই স্থানীয় সরকারের খুব প্রশংসা পেয়েছি [...] তারা সহায়তা চাইছে, আর আমরা আগেভাগেই সহায়তা দিচ্ছি।"**

কেস স্টাডি: ক্রাইসিস অ্যালার্ট বি০৩৬ বাংলাদেশ

আকস্মিক বন্যা

২০২১ সালের ২০ অক্টোবর ভারত তিস্তা নদী সংলগ্ন **৪৪টি ফ্লাড গেট** খুলে দেয়, যার ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়। বন্যার কারনে **২,০০,০০০ এর বেশি মানুষ** আক্রান্ত হয়, প্রায় **৭,৫০০ হেক্টর** কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রাস্তাঘাট ধ্বসে পড়ে। ফলে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড রেড অ্যালার্ট জারি করে। বাঁধ খুলে দেওয়ার ফলে যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয় সে কারণে, স্থানীয় স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশের সদস্যরা সরকারি ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্তিসাধ্য সীমিত তহবিলের ঘাটতি পূরণের জন্য একটি অ্যালার্ট জারির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

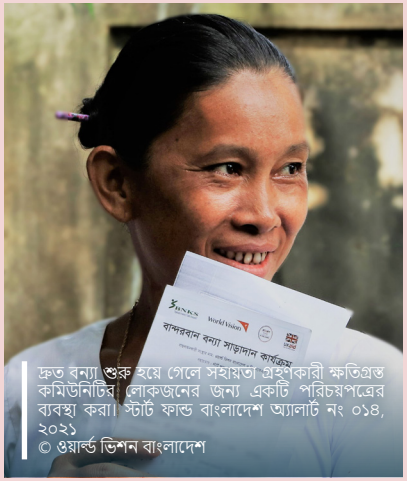

দ্রুত বন্যা শুরু হয়ে গেলে সহায়তা গ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির লোকজনের জন্য একটি পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা। স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ অ্যালার্ট নং ০১৪, ২০২১
© ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

এসএফবি-এর প্রশাসন প্রক্রিয়া দুইটি জাতীয় সদস্য—ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ও রংপুর দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস—কে এই সাড়াপ্রদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেছে নেয়। প্রাথমিক অনুদান প্রদানের পর, একটি ত্বরিত চাহিদা মূল্যায়ন সম্পন্ন করে দেখা যায় যে অবকাঠামো ধ্বংসজনিত কারণে লোকজন তাদের আয়ের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; অর্থ্যাৎ তাদেরকে প্রদান করা মৌলিক জীবিকা সহায়তা ছিল অপর্যাপ্ত। এছাড়াও, জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে। সংস্থাগুলো তখন কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে একটি নষ্ট সেতু পুনর্নির্মাণ এবং নদীর তীরে সৌর বাতি স্থাপন করে একে নিরাপদ করে তুলে।

> **এই দুর্যোগ এমন এক সময়ে ঘটে যা প্রত্যাশিত ছিল না, এর ফলে নারী, মেয়ে ও কৃষকদের জন্য নাজুকতা তৈরি হয়। কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত মাঠ জরিপে সংস্থাগুলোকে অ্যালার্ট জারির আহ্বান জানানো হয়, কারণ তখন মানবিক সাড়া প্রদানের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।**
>
> **লার্নিং এক্সচেঞ্জ থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য**
> অ্যালার্ট বি০৩৬

কেস স্টাডি: ক্রাইসিস অ্যালার্ট ০৪ নেপাল

শৈতপ্রবাহ

শৈত্যপ্রবাহের আশঙ্কায় তেরাই অঞ্চলের কমিউনিটির জন্য কম্বল, সোয়েটার ও সহজে নষ্ট হয় না এমন খাদ্যসহ শীতকালীন কিট সরবরাহ করা। স্টার্ট ফান্ড নেপাল অ্যালার্ট নং ০৪, ২০২১
© স্টার্ট ফান্ড নেপাল

নেপালে শৈত্যপ্রবাহের প্রভাব কমাতে, স্টার্ট ফান্ড নেপালের সদস্যরা তেরাই অঞ্চলের আটটি জেলা জুড়ে **১৫টি পৌরসভায়** ৯,০৬০ জন মানুষকে **সহায়তা প্রদানের জন্য একটি আগাম অ্যালার্ট জারি করে।** সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো বৈশ্বিক বন্যা সচেতনতা ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত ডেটা ও ঐতিহাসিক তথ্যকে কাজে লাগিয়ে কার্যপ্রণালী ঠিক করে।

সদস্যদের একটি কনসোর্টিয়ামকে—যার মধ্যে ছিল কেয়ার, মার্সি কোর ও অ্যাকশনএইডের মতো সংস্থা—শৈতপ্রবাহ বিষয়ে সাড়াপ্রদানের জন্য তহবিল দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো এক মাসের জন্য খাদ্য, খাদ্য নয় এমন সামগ্রী, শীতকালীন কিট, গ্যাস এবং নগদ অর্থ বিতরণ করতে সক্ষম হয়। শৈত্যপ্রবাহ দেশটিতে এবং ঝুঁকিতে থাকা কমিউনিটিগুলোতে আঘাত হানার আগেই প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়।

> **এই প্রকল্পের সর্বোত্তম দিক হলো খাদ্য ও খাদ্য-নয়-এমন সামগ্রীর সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি ভাউচার সহায়তা কর্মসূচি। খাদ্য সহায়তা—চাল, ডাল ও অন্যান্য সামগ্রী [...]—এই শৈতপ্রবাহে সর্বোচ্চ এক মাস ধরে খাদ্যের চাহিদা মেটাতে সহায়তা করবে।**
>
> **ওয়ার্ড প্রধান**
> সুরুঙ্গা পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ৮

ফান্ডের আর্থিক দিক

২০২১ সালে তহবিল বিতরণ করা হয়েছে

১,৪৫,৭১,২৩৯ পাউন্ড

জরুরি তহবিল বিতরণের মোট পরিমাণ
(সাড়াপ্রদানে ও আগাম)

অর্থায়ন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে ভাগ করা

বৈশ্বিক স্টার্ট ফান্ড	**১,৩১,১৯,৬৭৪ পাউন্ড**
স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ	**২,৪০,০০০ পাউন্ড**
স্টার্ট ফান্ড নেপাল	**৫,৮৯,৯৯৮ পাউন্ড**
দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত অর্থায়ন কর্মসূচি (পাকিস্তান ও মাদাগাসকার)	**৬,২১,৫৬৭ পাউন্ড**

এর মধ্যে রয়েছে অনুদানের জিম্মাদার হিসাবে সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে দ্বারা পরিচালিত কর্মসূচি। অনুদানের জিম্মাদার হিসাবে সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে কর্তৃক পরিচালিত স্টার্ট নেটওয়ার্কের কর্মসূচির জন্য প্রদত্ত আর্থিক পরিসংখ্যানে পুনরুদ্ধারকৃত বা ফেরত পাওয়া তহবিল অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

সম্পর্ক

আমরা বৈচিত্র্যময়, সমতাপূর্ণ ও টেকসই সম্পর্ককে প্রতিপালন ও সহযোগিতা করি, যা আমাদের ব্যবস্থা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে সক্রিয়ভাবে চালিত করে।

আমাদের ২০২১ সালের সদস্য জরিপ অনুযায়ী,

৭০%

যে ৩৯টি সদস্য উত্তর দিয়েছে তারা অনুভব করেছে যে স্টার্ট নেটওয়ার্ক তার সদস্যদের দৃশ্যমানতা ও আওয়াজ তোলার ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছে।

হাইতিতে ৭.২ মাত্রার ভূমিকম্পে বহু অবকাঠামো ধ্বসে পড়ে, বহু হতাহতের ঘটনা ঘটে এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়; এর পরপর বেট্টি নগদ অর্থ সহায়তা পায়।
স্টার্ট ফান্ড অ্যালার্ট নং ৫৪২, ২০২১
© অ্যাকশনএইড

সদস্যদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা

স্টার্ট নেটওয়ার্ক তার সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে তাদের সম্মিলিত শক্তি ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে মানবিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের জন্য কাজ করার নতুন ও উদ্ভাবনী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। আমাদের সদস্যদের সক্রিয় সহায়তা, সম্পৃক্ততা ও নেতৃত্ব আমাদের এই মিশন সাফল্য করার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

আমরা মনে করি, স্টার্ট নেটওয়ার্কের সদস্যপদের মূল্য ভালোভাবে উসূল হয়। এই সদস্যপদ আমাদের একটি সক্রিয় ও সমৃদ্ধশালী নেটওয়ার্কের অংশ হওয়ার সুযোগ করে দেয়। ব্যবস্থা পরিবর্তন ও সতীর্থদের সঙ্গে ভাবনার আদান-প্রদানে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি তহবিল পাওয়ার পথ করে দেয় এই সদস্যপদ।

হানা মাইন্সহাউজেন
অক্সফাম জিবি-এর পক্ষে

যুগান্তরের প্রতি স্টার্ট নেটওয়ার্কের সক্রিয় সহায়তাই এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ; এই সহায়তা আমাদের সংস্থার বহুপ্রতীক্ষিত মূল সক্ষমতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়েছে, যা বহু দাতাকে আমাদের উপর আস্থা রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

সঞ্জয় পান্ডে
নির্বাহী পরিচালক, যুগান্তর, ভারত

সম্মেলন

২০২১ সালের ১৬ থেকে ১৮ নভেম্বর স্টার্ট নেটওয়ার্কের দ্বিতীয় ভার্চুয়াল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভার্চুয়াল ফরম্যাটের কারণে আমাদের অধিবেশনগুলোকে আবারো আমাদের সদস্যদের প্রতিনিধি ও হাবের বাইরের লোকজনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব হয়। ৭২টি দেশের ৫৯০ জন ব্যক্তি অধিবেশনগুলোতে অংশগ্রহণ করে; শিখন আদান-প্রদান, কৌশলগত চ্যালেঞ্জ অন্বেষণ ও সমাধানের পরিসর বিষয়ে অধিবেশনের পাশাপাশি বাইরে থেকে আগত মুখ্য বক্তাদের উপস্থিতি অংশগ্রহণকারীদের উদ্দীপিত করে আন্দোলন গড়ে তোলা, ঝুঁকি নেওয়া এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতা ও অনুশীলনকে চ্যালেঞ্জ করা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে।

আমাদের ৮৯% সদস্যই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় ও জাতীয় সদস্যদের উপস্থিতিও **উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে: ২০২০ সালে উপস্থিতি ছিল ৮০%, সেখান থেকে ২০২১ সালে তা ৯৫%-এ পৌঁছায়**। স্টার্ট নেটওয়ার্কের হাবগুলোও সারা অনুষ্ঠান জুড়ে বিভিন্ন অধিবেশনে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকে, এদের অনেকেই মূল আলোচনার নেতৃত্ব দেয়। তাছাড়া, সম্মেলনে প্রতিনিধিরা স্টার্ট নেটওয়ার্কের বিকেন্দ্রীকরণ নীতিকৌশল সম্পর্কে বার্ষিক সাধারণ সভায় (**১২ পৃষ্ঠায়** আরো পড়ুন) দুটি প্রস্তাব পাশ করে।

৫৯০ ৭২টি দেশ থেকে আগত ব্যক্তিরা অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে

৮৯% সদস্য যারা সম্মেলন

সিইও-দের নিয়ে ধারাবাহিক গোলটেবিল

২০২১ সালে আমাদের সদস্য সংস্থাগুলোর সিইও-দের নিয়ে আমরা ধারাবাহিক বদ্ধদুয়ার গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনের সূচনা করি। এর উদ্দেশ্য ছিল স্টার্ট নেটওয়ার্ক সদস্যদের জেষ্ঠ্য নেতৃবৃন্দ তাদের সংস্থায় ও মানবিক খাতে যেসব গুরুতর বিষয়ের মুখোমুখি হন সেসবের ব্যাপারে তারা যেন সতীর্থদের সঙ্গে আলাপচারিতার জায়গা পান। গোলটেবিল বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জগুলো হলো—ব্যবস্থা পরিবর্তনে নেতৃত্বের ভূমিকা, ক্ষমতা বদলের বিকল্প মডেল, এবং স্থানীয়-নেতৃত্বে চালিত ব্যবস্থা সম্ভব করে তুলতে এই খাতের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতাকে কীভাবে ঢেলে সাজানো যায়।

২০২১ সালের সদস্য জরিপের ফলাফল

৩৯ জন উত্তরদাতার সন্তুষ্টির রেটিং:

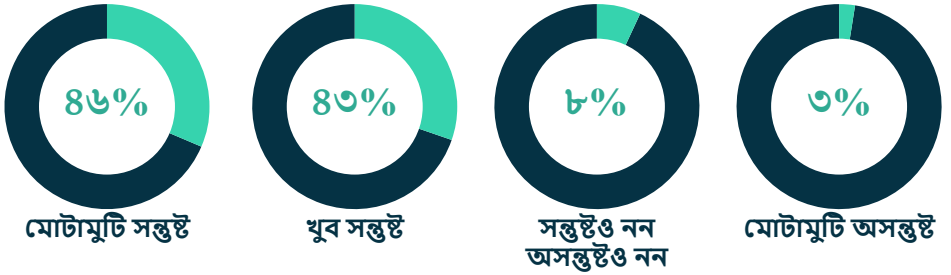

পূর্বাভাস-ভিত্তিক, সতর্কতা, বিশ্লেষণ ও সাড়াপ্রদান বিষয়ক নেটওয়ার্ক

পূর্বাভাস-ভিত্তিক, সতর্কতা, বিশ্লেষণ ও সাড়াপ্রদানের নেটওয়ার্ক (ফোরকাস্ট-বেসড, ওয়ার্নিং, অ্যানালিসিস অ্যান্ড রেসপন্স নেটওয়ার্ক—ফোরওয়ার্ন) হলো মানবিক কাজে নিয়োজিত পেশাদার, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও ঝুঁকি বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করে আগেভাগে পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে একটি বহু-শাস্ত্রীয়, বহু-অংশীজনভিত্তিক কমিউনিটি। **বৈশ্বিক ফোরওয়ার্ন** বিশেষজ্ঞদের পুল হলো গবেষক, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত একটি দল যা তাদের দক্ষতার ক্ষেত্রগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্ষেত্রভিত্তিক উপদলে ভাগ করা। এই উপদলগুলোর সদস্যরা স্টার্ট নেটওয়ার্ক সদস্যদের নেতৃত্বাধীন আগাম প্রকল্পগুলোর বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে; এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে স্টার্ট ফান্ড আগাম অ্যালার্ট ও পূর্বাভাস প্রদানের সরঞ্জাম।

জাতীয় ফোরওয়ার্ন কর্মসূচিগুলো স্থানীয় প্রেক্ষাপটের সঙ্গে খাপ খায় এমন ভাবে আগাভাগে পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করার জন্য দেশ-কেন্দ্রিক বিশেষজ্ঞ নেটওয়ার্কগুলো নিয়ে গঠিত। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে স্টার্ট নেটওয়ার্কের সদস্যরা দুর্যোগের পূর্বাভাস-সংশ্লিষ্ট সহযোগিতামূলক কাজে ঝুঁকি (হ্যাজার্ড) বিশেষজ্ঞদেরকে সামিল করতে পারে।

২০২১ সালে বৈশ্বিক ফোরওয়ার্ন কমিউনিটি **চারটি ঝুঁকি-নির্দিষ্ট বৈঠক** করে, যেখানে আগাভাগে পদক্ষেপ গ্রহণ, পূর্বাভাস-ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের কেস স্টাডি ও ঝুঁকির পূর্বাভাস সম্পর্কে অত্যাধুনিক গবেষণা সম্পর্কে শিখন আদান-প্রদান করা হয়।

জাতীয় ফোরওয়ার্ন কর্মসূচির উন্নতি সাধন

২০২১ সালে আমরা নিম্নলিখিত দেশগুলোতে জাতীয় ফোরওয়ার্ন কর্মসূচির সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণ করি:

বাংলাদেশ

জাতীয় এই কর্মসূচি ছয়টি ঝুঁকি-নির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী তৈরি করে, দুটি কনসোর্টিয়াম অংশীদারিত্বে যোগদান করে এবং তিনটি আগাভাগে অংশগ্রহণের প্রোটোকল তৈরি করে। এটি ভূমিধ্বস বিষয়ক কমিউনিটিভিত্তিক তদারকি ব্যবস্থা নিয়েও কাজ করে এবং সিওপি২৬-এ প্রতিনিধি পাঠায়।

মাদাগাসকার

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা, আবহাওয়া সংস্থা এবং লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সের একজন শিক্ষাবিদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে এই কর্মসূচি একটি টুল তৈরি করেছে যা আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে। এই টুলের উপর ভিত্তি করে এই দলটি 'স্টার্ট ফান্ড'-এর মাধ্যমে সদস্যদের সঙ্গে কাজ করে একটি পাইলট প্রকল্প চালু করে, যার ফলে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনে ভূমিধ্বস ঘটানোর চার দিন আগে পর্যন্ত সক্রিয়কৃত অ্যালার্টের জন্য অর্থ বরাদ্দ সম্ভব করে তোলে। এই কর্মসূচি দক্ষিণ মাদাগাসকারে খরা প্রতিরোধে আগাম ব্যবস্থা গ্রহণকেও ব্যাপকতর করেছে।

ফিলিপাইন

ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব ও ভূমিধ্বস ঘটার আগেই সদস্যরা যাতে ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয় সেজন্য এই জাতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি এই দুটি আপদের ব্যাপারে ঝুঁকি বিশ্লেষণের টুল তৈরি করে। এটি আগ্নেয়গিরির গতিবিধি নিয়ে আগাম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি কনসোর্টিয়ামও গঠন করে এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের জন্য জাতিসংঘের সেন্ট্রাল ইমার্জেন্সি রেসপন্স ফান্ডের (সিইআরএফ) আগাম ব্যবস্থাগ্রহণের পরীক্ষামূলক প্রকল্পে অংশ নেয়। তাছাড়া, ফিলিপাইন রেজিলিয়েন্স ইনস্টিটিউট এবং ইউনিভার্সিটি অফ দ্য ফিলিপাইনস লস বানোসের সঙ্গে তাদের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে।

পাকিস্তান

বন্যা, খরা ও তাপদাহ তদারকি ব্যবস্থায় এই কর্মসূচি আরো সহায়তা প্রদান করে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থার সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারকও জাতীয় পর্যায়ে কাজকে সুগম করে।

দাতাবৃন্দ এবং দাতাদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা

স্টার্ট নেটওয়ার্ক বিশ্বের নানা প্রান্তের দাতাদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে, যারা মানবিক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাগত রূপান্তরের লক্ষ্যে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে উৎসাহী।

২০২১ সালে আমরা নতুন কিছু দাতাকে স্বাগত জানিয়েছি, যার মধ্যে রয়েছে:

- **ফ্রান্সের ইউরোপ ও পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়**
- **মার্গারেট এ কারগিল ফিলানথ্রপিস**
- **কনরাড এন হিলটন ফাউন্ডেশন**

কীভাবে আমরা আমাদের দাতাদের সম্পৃক্ত করি

স্টার্ট নেটওয়ার্ক দাতা পরিষদ (ডোনার কাউন্সিল) একটি দ্বি-বার্ষিক অনুষ্ঠান, যা ২০২১ সালে দ্বিতীয় বছরের মতো অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। ২০২১ সালের অনুষ্ঠানটিতে আমরা বর্তমান ও সম্ভাব্য দাতা সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের পাশাপাশি স্টার্ট নেটওয়ার্কের সদস্য সংস্থা ও হাবগুলো থেকে বক্তাদের স্বাগত জানিয়েছি, যারা এই নেটওয়ার্ক তাদের কাজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। স্টার্ট ফান্ডের নৈপুন্য, স্থানীয়-নেতৃত্বে মানবিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটাতে আমাদের কাজ, এবং অন্যান্য উদ্ভাবনী আর্থিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা উত্থাপিত হয়।

বেশ কয়েকটি ফোরামে আমরা দাতাদের সঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত বিষয়ে আলোচনা করি। উদাহরণস্বরূপ, সিওপি২৬-এ আমরা জলবায়ু সঙ্কটের প্রভাব মোকাবেলা করার জরুরি প্রয়োজনীয়তা এবং স্থানীয়ভাবে চিহ্নিত অগ্রাধিকারসমূহ বিবেচনায় নিয়ে মানবিক অর্থায়ন প্রদানের প্রাক-অবস্থান কীভাবে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সহায়ক হতে পারে তা নিয়ে বিতর্ক করি।

সম্ভাব্য দাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে আমরা সেন্টার ফর ডিজাস্টার ফিলানথ্রোপি সহ সমজাতীয় নানা ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করি, সেখানে স্থানীয় নেতৃত্বে ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে আমাদের অবস্থান তুলে ধরি। বাংলাদেশে আমরা নতুন দাতাদের উদ্দেশ্য করে একটি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করি যেখানে স্থানীয়ভাবে পরিচালিত মানবিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রভাব উদযাপন করা হয়।

দাতাবৃন্দ

এসব দাতা স্টার্ট নেটওয়ার্ককে এবং অনুদানের জিম্মাদার হিসাবে সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচিগুলোর জন্য তহবিল প্রদান করে।

অ্যাডভোকেসি

মানবিক সহায়তা খাতে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ক্ষমতাশালীর বিপরীতে দাঁড়িতে সাহসের সঙ্গে সত্য বলা।

স্টার্ট নেটওয়ার্ক-এর রূপকল্পকে বাস্তবে দিতে সহায়ক আমাদের প্রচারণার মূলে রয়েছে স্থানীয়-নেতৃত্বে পদক্ষেপ গ্রহণ, যেখানে ঐতিহাসিকভাবে কিছু কিছু কণ্ঠস্বরের প্রতিনিধিত্ব তেমন হয়নি বা উপেক্ষা করা হয়েছে সেসব জায়গাগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আমরা একদল কর্মীদের নিয়ে একটি কমিউনিটি গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত রেখেছি, যারা মানবিক সহায়তা খাতকে প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকারের বাইরে নিয়ে গিয়ে এই রূপকল্পকে সত্যিকারেই বাস্তবে রূপ দেওয়ার তাগিদ বোধ করে।

অংশীদারগণ

ক্রাইসিস লুকআউট কোয়ালিশন

ইনসুরেজিলিয়েন্স গ্লোবাল পার্টনারশিপ

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট

ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউট

বন্ড

অ্যান্টিসিপেটরি অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স ও এর অংশীদারগণ

চার্টারফরচেঞ্জ

ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ভলান্টারি এজেন্সিজ

ইন্টার-এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি

নেটওয়ার্ক ফর এমপাওয়ারড এইড রেসপন্স

স্টিয়ারিং কমিটি ফর হিউম্যানিটারিয়ান রেসপন্স

রিস্ক ইনফর্মড আর্লি অ্যাকশন পার্টনারশিপ

অ্যান্টিসিপেশন হাব

এসব অংশীদারিত্বের কয়েকটি অনুদান জিম্মাদার হিসাবে এসসিইউকে কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়।

২০২১ সালে আমাদের প্রচারণামূলক কাজ

সিভিল সোসাইটি ৭

স্টার্ট নেটওয়ার্ক এবং এর কিছু স্থানীয় ও জাতীয় সদস্য সংস্থা প্রথমবারের মতো এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয় এবং উন্নত বিশ্বের ৭টি দেশের (জি-৭) নেতৃবৃন্দের জন্য সুপারিশ তৈরিতে সহায়তা করে। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে তীর্থ প্রসাদ সাইকারের একটি উক্তি পড়ুন **পৃষ্ঠা ৪৪-এ**।

মানবিক কর্মকাণ্ডে নেটওয়ার্ক ও অংশীদারিত্ব সপ্তাহ

নেটওয়ার্কটি দুটি অধিবেশনের আয়োজন করে: "স্থানীয়করণের চর্চা: বৈচিত্র্যপূর্ণ ও স্থানীয়-নেতৃত্বে চালিত মানবিক কর্মকাণ্ডের দিকে অগ্রসব হওয়া"—এই অধিবেশনের প্যানেল সদস্যদের মধ্যে বৈচিত্র ছিল; এবং "স্তরায়িত সার্বিক পদ্ধতিগত তদন্ত ও খাত-ব্যাপী পাসস্পোর্টিং: অন্তর্ভুক্তি ও দক্ষতার পথ"—এই অধিবেশনে স্থানীয় পদক্ষেপের লেন্সে নিয়ম মেনে চলার ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয় এবং আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক মডেলের দিকে যাওয়ার পথ আলোচিত হয়।

৪৭-তম জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন

ক্রাইসিস লুকআউট কোয়ালিশনের সঙ্গে যৌথভাবে স্টার্ট নেটওয়ার্ক আগাম পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জি-৭-এর সহায়তা পাওয়ার জোর চেষ্টা চালায় এবং **স্টার্ট রেডির** উপর আলোকপাত করে। ফলস্বরূপ, জি-৭ নেতৃবৃন্দ আগাম পদক্ষেপ বাড়ানোর জন্য প্রতিশ্রুতি করেন।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

জাতিসংঘের এই অনুষ্ঠানে, কীভাবে মানবিক সংস্থাগুলো স্থানীয়-নেতৃত্বে পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে পারে তার দৃষ্টান্তস্বরূপ স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশকে তুলে ধরা হয়।

এফসিডিও-এর কাছে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতিকৌশল (ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি) জমা

এফসিডিও-এর পাঁচ বছর মেয়াদী আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতিকৌশল তৈরিতে সহায়তা করার জন্য স্টার্ট নেটওয়ার্ক প্রামাণিক তথ্য জমা দেয়।

জাতিসংঘের ২৬তম পক্ষসমূহের সম্মেলন (সিওপ২৬)

স্টার্ট রেডি উদ্বোধন করার পাশাপাশি, আমরা ছয়টি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের আগাম পদক্ষেপ গ্রহণ ও স্থানীয় নেতৃত্বে মানবিক কর্মকাণ্ড চালানোর ব্যাপারে তাদের ভাবনা প্রকাশের পথ করে দিই।

যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কমিটি (ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কমিটি — আইডিসি)

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্টার্ট নেটওয়ার্ক মানবিক কর্মকাণ্ডের দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত একটি গবেষণা বিষয়ে আইডিসি-এর কাছে লিখিত প্রামাণিক তথ্য জমা দেয়। তারপর আইডিসি সংসদ সদস্যদের সঙ্গে সামনাসামনি বিতর্কের জন্য স্টার্ট নেটওয়ার্ককে আমন্ত্রণ জানায়, যেখানে আমাদের বোর্ডের চেয়ারম্যান সাঞ্জ শ্রীকান্তন নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সদস্যবৃন্দ (২০২১ সালের ডিসেম্বর নাগাদ)

অ্যাক্টেড

অ্যাকশন অ্যাগেনস্ট হাঙ্গার

অ্যাকশনএইড

এইজ ইন্টারন্যাশনাল
(হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনালের কার্যক্রমের মাধ্যমে)

আলিমা

আপুই ও ফাম দোমুনি এ অফঁ
মারজিনালিজে (আফোদম)

আরব রেনেসা ফর ডেমোক্রেসি
অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এআরডিডি)

এএসইসিএসএ

এএফপিডিই

ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল

ব্রাইট স্টার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি বেলুচিস্তান
(বিএসডিএসবি)

কাদেনা

সিএএফওডি

কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল

কারিতাস বাংলাদেশ

কারিতাস গোমা

কারিতাস ইন্ডিয়া

কারিতাস শ্রীলংকা

ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিসেস

ক্রিস্টিয়ান এইড

কমিউনিটি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস - এশিয়া (সিডব্লিউএস)

কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড

কর্ডএইড

ডক্টরস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড

ডিওআরসিএএস

জিওএএল

হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (হ্যান্ডস)

হেলপ ফাউন্ডেশন

হিউম্যানিটি অ্যান্ড ইনক্লুশন

আইডিইএ

ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কোর

ইসলামিক রিলিফ

মেডএয়ার

মারসি কোর

এমআইডিইএফইএইচওপিএস এএসবিএল

মাইনস অ্যাডভাইজরি গ্রুপ

মুসলিম এইড

এনইএডিএস

অক্সফাম জিবি

দি অ্যাগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন
(পিএআরসি)

পিআইএএনজিও

পিপল ইন নিড

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল

প্রো-ভিডা

কাতার চ্যারিটি

রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল

সেইভ দ্য চিলড্রেন ইউকে

সাসটেইনেবল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ইকোলজিক্যাল
ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (সিডস)

সলিডারিটে ইন্টারন্যাশানাল

টিয়ারফান্ড

ট্রোকেয়ার

ওয়ার চাইল্ড

ওয়েলথহুঙ্গারহিলফে

ওয়ার্ল্ড জুইশ রিলিফ

ওয়ার্ল্ড ভিশন

যুগান্তর

START NETWORK

নতুন যুগে মানবিক সহায়তা

আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন
এই ঠিকানায় INFO@STARTNETWORK.ORG

www.startnetwork.org
@StartNetwork
facebook.com/startnetwork1

সম্পাদকীয় ও নকশা করেছে:
ড্রিং সাসটেইনেবিলিটি কমিউনিকেশনস
www.drinkph.com